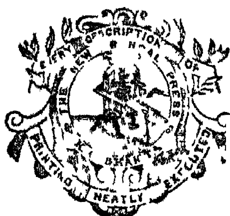
শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা।

(খণ্ডকাব্য।)

প্রথম ভাগ।

শ্রীরামযাদব বাগচি, এম. ডি. (লিপ্‌জিগ্)
বিরচিত।



কলিকাতা।

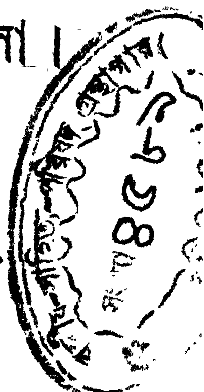
গোপীকৃষ্ণ পালের লেন নং ১৪।

নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে আর সি মিত্র কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীগৌরাব্দ ৪০৫। (সন ১২৯৭।)

মূল্য ছয় আনা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা।



(খণ্ডকাব্য।)

প্রথম ভাগ।



শ্রীরামযাদব বাগচি, এম. ডি. (লিপ্‌জিগ্‌)

বিরচিত।



কলিকাতা।

গোপীকৃষ্ণ পালের লেন নং ১৪।

নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে আর. সি. মিত্র কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



শ্রীশ্রীগৌরাব্দ ৪০৫। (সন ১২৯৭।)

শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বিজ্ঞাপন।



কাব্য জগতে কবি বলিয়া পরিচিত হইবার অভিপ্রায়ে আমি এই পুস্তক প্রণয়ন করি নাই। বর্ত্তমান সভ্য জগতের রুচির তৃপ্তিকর সরল কবিতাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা বিষয়িণী কোন গ্রন্থ নাই দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইয়া আমি এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি লিখিলাম। এক্ষণে সাধারণে ইহা পাঠে পরিতোষ লাভ করিলে শ্রম সার্থক মনে করিব।

শ্রীগৌরাঙ্গার্পিত-চিত্ত নিম্নলিখিত মহাত্মা বৈষ্ণবগণ এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কন জন্য আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন।

মাননীয় ৺ গৌরকৃষ্ণ শিরোমণি। শ্রীধাম বৃন্দাবন।

" শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রাধিকানাথ গোস্বামী। ঐ

" শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। ঐ

(ইনি পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজের নেতা ছিলেন, এক্ষণে ইনি শ্রীগৌরাঙ্গ-শরণাগত।)

" শ্রীযুক্ত বাবু শিশিরকুমার ঘোষ। কলিকাতা।

" শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম. এ. বি. এল. "

" শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণগোপাল ভক্ত। "

" শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনারায়ণ শিরোমণি। "

" শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র রায়। আগ্রা।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় ইহার স্থানে

স্থানে আমাকে পরিবর্ত্তন ও নূতন সমাবেশ জন্ত পরামর্শ দেন, আমিও তাঁহার আদেশ ক্রমে তাহাই করিয়াছি।

ভিন্ন সম্প্রদায়স্থ নিম্নলিখিত আমার পরমাত্মীয় মহাশয়গণও আমাকে যথেষ্ট উৎসাহিত করিয়াছেন; এমন কি, তাঁহাদের উৎসাহেই এই শ্রীগৌরাঙ্গলীলা লিখিত হইয়াছে।

মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস গড়গড়ি, এম. এ. আগরা।
" " রমাপ্রসাদ বাগচি, এম. ডি. "
" " নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এল. এম. এস. "
" " উমেশচন্দ্র রায়,

অলমতি বিস্তরেণ।

শ্রীরামযাদব শর্ম্মা।

কলিকাতা।
শ্রীশ্রীগৌরাব্দ—৪০৫।
মাঘ কৃষ্ণ-একাদশী।

উৎসর্গ পত্র।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-হৃদ্‌বিলাসিনী

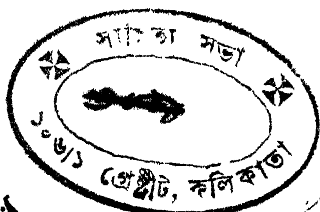
শ্রীশ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর

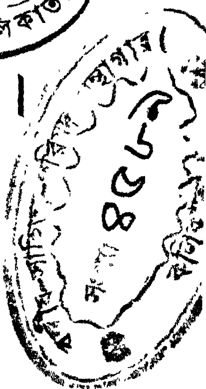
শ্রীকর কমলে।

গেঁথেছি কবিতা কুসুম ধর গো জননী।
তব প্রাণনাথ কথা সে অমৃতকাহিনী॥
কার হাতে দিলে বল কে পরিবে যতনে।
যদি কেহ মন্দ বলে না চিনি এ রতনে॥
পাইব দারুণ ব্যথা শ্রম যাবে বিফলে।
তাই দিনু উপহার তব করকমলে॥
এ গাথনী ভাল গাঁথা তুমি তো তা বলিবে।
পুরস্কার দুজনাতে পদযুগে রাখিবে॥
এত যে করিনু শ্রম করুণা কি হবে না।
যুগলের পদযুগ এ দাস কি পাবে না॥

অনন্যশরণ্য

শ্রীরামযাদব শর্ম্মা।





শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা।

প্রথম সর্গ।

নবদ্বীপ বর্ণনা।

অমল ধবল কিবা নিরমল
ভাগীরথী শোভে তীরে।
পুরাণে প্রমাণ কোথা হেন স্থান
আছে অবনী উপরে।
অযোধ্যা কি আর তুলনায় তার
কুরুক্ষেত্র হরিদ্বার।
পুরী দ্বারাবতী সে কাঞ্চী অবন্তী
পুণ্যভূমি এ ধরার।
মথুরানগরী পূর্ণব্রহ্ম হরি
যাতে কৃষ্ণ অবতার।
ভাগবতে বলে নাহি ভূমণ্ডলে
স্থান সমান ইহার।

বৃন্দাবনধাম বঙ্কিম সুঠামে
মোহন মুরলী ধরি।
আছেন শ্রীকৃষ্ণ গোলোকবিহারী
রাধা শক্তি বামে করি।
তাহারো তুলনা এখানে হয় না
বলিব কারণ পরে।
তীর্থ বারাণসী মোক্ষ অভিলাষী
জীব যাতে বাস করে।
ভোগ মোক্ষ দুই কাশী ক্ষেত্রে কই
মোক্ষ মাত্র হেথা সার।
ভোগ মোক্ষ দুই প্রভেদ সে কই
মোক্ষ অর্থে লয় যার।
উমাসহ মিলি দেব চন্দ্রমৌলী
বিরাজেন কাশীধামে।
শিব শিব ভাবে সে পাতকী জীবে
মোক্ষ দেন রাম নামে।
কাশীর পাতকী উদ্ধার তার কি
হবে কি গো কোন কালে।
শিব অনুজ্ঞায় ভৈরবে তাড়ায়
রাখেনাকো মৃত্যুকালে।
জীব হোলে লয় কিবা ফল হয়
ভোগ যদি নাহি হয়।
কাশী নিন্দা নয় মোক্ষ পরিচয়
কাশী সব শ্রেষ্ঠ হয়।

হেন তীর্থ কহ যথা শক্তিসহ
অবতার নারায়ণ।
কোথাও তা নাই কহিতেছি তাই
হেথা এ ভাব কেমন।
যুগল জনমে দেখ রাধাসনে
রাই কানু রূপ ধরি।
এই নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে
অবতার গৌরহরি।
জনম যুগলে নাহি কোন স্থলে
তা আছে শ্রীনবদ্বীপে।
দেখ না বিচারি রাই কান্তি ধরি
আছেন মোহনরূপে।
সে পাতকী নরে লন কোলে কোরে
গৌর নদীয়া নগরে।
হরি নাম দিয়ে তারে উদ্ধারিয়ে
পাঠান গোলোকপুরে।
কাশীর তুলনা এখানে হোল না
নবদ্বীপ শ্রেষ্ঠ মানি।
সেই বৃন্দাবনে যথা রাধাসনে
বিরাজেন চক্রপাণি।
তাহারো তুলনা এখানে হোল না
শ্রীধাম নদীয়া সহ।
বঙ্কিম ভাবেতে রাধিকার সাথে
হরি রাজে অহরহ।

কপট চাহনি কপট হাসনি
সকলি সে কপটতা।
আহা হেন স্থানে বল কোন প্রাণে
পাপী পায় সরলতা।
দেখ পাপী ওরে এসে নদে পুরে
সরলতা মাখা অই।
মধুর হাসনি মধুর চাহনি
শ্রীগৌরাঙ্গ দেব অই।
বাহু পসারিয়ে পাপীরে ডাকিয়ে
বলে আয় আয় আয়।
হরি হরি বোলে গাও কুতূহলে
রবে না শমন ভয়।
শাস্ত্রের প্রমাণ এই পুণ্য স্থান
কলিতে ধরণীতলে।
উত্তরবাহিনী আছে মন্দাকিনী
নাশিতে কলুষ জলে।
শ্রেষ্ঠ তীর্থধাম নবদ্বীপ নাম
কিবা আছে এর কাছে।
পূর্ব্বযুগ তিনে কপট ছলনে
ব্রহ্মভাব একি আছে।
বলিরে ছলনা মৃত্যুশর আনা
কি কপট কৃষ্ণলীলা।
দেখ না কলিতে চৈতন্য রূপেতে
কেমন সরল খেলা।

এ লীলার স্থল নদীয়া কেবল
তাই নদে শ্রেষ্ঠ মানি।
আদি অন্ত শেষ ভাবিলে বিশেষ
সব পাবে অনুমানি।
জলে নিরঞ্জন ছিলেন যখন
পৃথিবীর আদি কালে।
প্রকৃতির সহ আহা অহরহ
ভাসিতেন দেব জলে।
দেখ না এখানে প্রকৃতির সনে
বিরাজেন গৌরহরি।
বিদগ্ধ জননী প্রকৃতি রূপিণী
আছেন গৌরাঙ্গে ধরি।
ভারত ভিতরে পুণ্যধাম কিরে
আছে নদীয়া সমান।
নির্ম্মল জ্ঞানেতে ভাব দেখি চিতে
ভাবিলে জুড়াবে প্রাণ।
অধ্যাত্ম ভাবেতে দেখ এ নদেতে
ব্রহ্ম ভাব কি সুন্দর।
তাই বলি শুন নাহি স্থান হেন
ধরণী উপরে আর।
কি সুন্দর সাজে লতা ফুল সাজে
গৌরকান্তি মাথা ভাবে।
শ্যাম তৃণদল বিটপি শ্যামল
কোথা হেন আছে ভবে।

শস্যপূর্ণ ধরা প্রেমভাবে ভরা
আহা কি সুন্দর মরি।
নাহি অবনীতে তুলনা নদেতে
যাতে অবতীর্ণ হরি।
ব্রাহ্মণ মণ্ডলী হোয়ে কুতুহলী
করে শাস্ত্র আলোচন।
বৈষ্ণবের দল করি কোলাহল
করে নাম সঙ্কীর্ত্তন।
জয় গৌরহরি পাপীর কাণ্ডারী
দাও হে চরণ তরি।
কোন সে ভূভাগে এত অনুরাগে
গায় সঙ্কীর্ত্তন করি।
নদীয়া নগরে এসে প্রাণ ভোরে
দেখ কিবা প্রেমে গাঁথা।
নদীয়ার মত গৌর প্রেমে মত্ত
আছে স্থান বল কোথা।
এ ধরণী তলে স্থান কোথা মিলে
ভাবে গদ গদ প্রেমে।
যুগল জনমে এই পুণ্যভূমে
গোলোক নদীয়া ধামে।
জ্ঞানের গৌরবে আছে কোথা ভবে
নদীয়া সমান বল।
স্মার্ত্ত শিরোমণি রঘু গুণমণি
এই নদীয়াতে ছিল।

দেখ জগদীশ   ন্যায়েতে বাগীশ
সেও এইখানে ছিল।
সাংখ্য পতঞ্জলি   দরশন গুলি
এখনো আছে সকল।
ভট্ট শিরোমণি   গৌর গুণমণি
পাঠে ছিল কুতুহলি।
কৃষ্ণানন্দাখ্যান   তান্ত্রিক প্রধান
যাঁহারে সদয় কালী।
ভাগীরথী কুলে   এখানে মরিলে
ভোগ মোক্ষ দুই পাবে।
হোয়ে কুতূহলী   শ্রীগৌরাঙ্গ বলি
ডাক তাঁরে পাপী সবে।
নাহি পুণ্যধাম   নদীয়া সমান
কলিতে ভারতে আর।
সে গোলোক ছাড়ি   রাধা কান্তি ধরি
গৌর যুগ অবতার।
বৃথা পর্য্যটন   তীর্থ দরশন
সর্ব্ব তীর্থ গৌর পদে।
হোয়ে কুতুহলি   গাও হরি বলি
রবে না ভয় বিপদে।
বৃন্দাবন গয়া   সে মথুরা মায়া
তুচ্ছ গৌর তীর্থ কাছে।
পুরাণে প্রমাণ   নদীয়া সমান
দিব্য ধাম কোথা আছে।

হরেকৃষ্ণ বলে গাও কুতূহলে
রবে না শমন ভয়।
মনের আঁধার ঘুচিবে এবার
বল শ্রীগৌরাঙ্গ জয়॥

ইতি শ্রীগৌরাঙ্গ লীলায় শ্রীনবদ্বীপ বর্ণনা নাম প্রথম সর্গ।

দ্বিতীয় সর্গ।

শচীর স্বপ্নাবেশ।

শ্রীহট্ট প্রদেশ মাঝে কালিবালো নাম।
অতি রমণীয় আছে এক গণ্ডগ্রাম॥
সামবেদী ভরদ্বাজ পাশ্চাত্য বৈদিক।
জিতেন্দ্রিয় সত্যনিষ্ঠ পরম ধার্ম্মিক॥
মধুকর মিশ্র নাম অতি সদাশয়।
কাল সহকারে তাঁর পাঁচ পুত্র হয়॥
উপেন্দ্র নামেতে তাঁর তৃতীয় নন্দন।
দেবগুরু বিপ্রসেবী বিষ্ণুপরায়ণ॥
তাঁহার তৃতীয় পুত্র মিশ্র জগন্নাথ।
পুত্রভাবে যাঁরে পিতা বলেন শ্রীনাথ॥
সত্যেতে কশ্যপ ইনি রাঘব ত্রেতায়।
দ্বাপরেতে বসুদেব কৃষ্ণ প্রেমময়॥
কলিকালে জগন্নাথ মিশ্র নাম তাঁর।
সর্ব্বগুণে গুণবান্ সত্যের আধার॥
মিশ্রপত্নী শচী সতী এই কলিকালে।
দ্বাপরে দেবকী নাম জন্ম ভোজকুলে॥
ত্রেতায় সে অযোধ্যায় শ্রীরামজননী।
সত্যেতে অদিতি ইনি কশ্যপগৃহিনী॥
রমণীর শিরোমণি ইনি ভূমণ্ডলে।
যুগে যুগে বিরাজেন হরি যাঁর কোলে॥

চক্রবর্ত্তী নীলাম্বর অতি সমাদরে।
সঁপেন দুহিতা শচী জগন্নাথ করে॥
বিবাহিত জগন্নাথ শচীরে লইয়া।
নিজ দেশে যান তিনি নদীয়া ছাড়িয়া॥
কুটুম্ব জ্ঞাতির করি আনন্দবর্দ্ধন।
শচীসহ এই ভাবে করেন যাপন॥
কালসহকারে শচী স্বামী সহবাসে।
প্রসবেন সপ্ত কন্যা এক পুত্র শেষে॥
অন্তকের সে দারুণ ক্রূর অত্যাচারে।
শৈশবে শচীর সব সুতাগণ মরে॥
অষ্টম কুমার তাঁর বিশ্বরূপ নাম।
তত্ত্বজ্ঞানী সুকুমার অতি গুণধাম॥
ইনিও সন্ন্যাসব্রত করিয়া গ্রহণ।
গৃহ ছাড়ি যান পরে শচীর জীবন॥
মৃতবৎসা শচীদেবী সন্ততির তরে।
পাগলিনী প্রায় রন কাতর অন্তরে॥
শচীরে সদাই দেখি অতি শোকাকুল।
ধীরভাব জগন্নাথ হয়েন ব্যাকুল॥
সংসারে বিরাগ ভাব দেখায়ে তখন।
গঙ্গাতীরবাসে তিনি করেন মনন॥
গর্ভবতী শচীসহ নিজ দেশ ছাড়ি।
নবদ্বীপে এসে রন শ্বশুরের বাড়ী॥
কন্যারে কাতরা সদা দেখি নীলাম্বর।
যাগ যজ্ঞ বিধিমত করেন বিস্তর॥

করান কবচ মন্ত্র শচীরে ধারণ।
সংখ্যা নাহি হয় তার কে করে গণন ॥
একদা পূর্ণিমা শশী গগনে বিকাশে।
শচী বুকে করি ধরা মৃদু মৃদু হাসে ॥
ধরার হাসির ভাব কে পারে বুঝিতে।
শচী গর্ভে হবে হরি ভূভার হরিতে ॥
কলি পাপ হোতে ধরা পাবে অব্যাহতি।
তাতেই হাসিছে ধরা মৃদু মৃদু অতি ॥
নিস্তব্ধ ধরণীতল গভীর নিশীথে।
হাসি হাসি মুখে শচী হরষিত চিতে ॥
সুপবিত্র ব্রহ্মরূপ মানসে ভাবিয়ে।
স্বামী সহবাসে সতী আছেন ঘুমায়ে ॥
অপূর্ব্ব স্বপন এক দেখেন তখন।
শ্যামকান্তি কলেবর ভুবনমোহন ॥
আয়তলোচন জিনি নীল শতদলে।
কৌস্তুভ জড়িত গলে বনমালা দোলে ॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম আছে চারি হাতে।
বৈদূর্য্য জড়িত কেশ সে কিরীটমাথে ॥
কর্ণেতে কুণ্ডল দোলে কিবা মনোহর।
ভুবন ভুলানরূপ বাঁকা কলেবর ॥
শ্যাম দেহে পীতবাস মোহন কেমন।
নূপুর শোভিত রাঙ্গা যুগল চরণ ॥
পদতলে বসি ব্রহ্মা দিয়ে ফুলদল।
পূজিতেছে সমাদরে চরণকমল ॥

নর্ত্তক গায়কসহ অমরমণ্ডলী।
নাচিছে গাইছে সবে দিয়ে করতালি॥
নারদাদি ঋষিগণ অশ্রুজলে ভেসে।
ঘুরে ঘুরে নাচে প্রেমে তাঁর চারি পাশে॥
উজলি শরীর গৃহ কন ধীরে ধীরে।
কেঁদোনাকো মা আমারে লও কোলে কোরে॥
তোমারে কাতর দেখি গোলোক ছাড়িয়ে।
আসিব গো ধরাতলে তব পুত্র হোয়ে॥
পুত্র ভাবে কোলে লও জননী আমারে।
পূর্ব্ব শোক পাসরিবে মোরে কোলে কোরে॥
মা বলে ডাকিব বটে সুখ নাহি পাবে।
আমার কারণে শেষে কাঁদিতে হইবে॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপরেতে কাঁদায়েছি যত।
এবারেও সেই ভাব জানিবে নিশ্চিত॥
আমার মায়াতে মুগ্ধ হবে ভূমণ্ডল।
কুতর্কীরা মোহবশে হারাবে সকল॥
চিনিতে নারিবে তারা আমি কোন জন।
বিষ্ণু অংশ ভক্ত কিবা কিম্বা সনাতন॥
কুতর্ক ছাড়িয়ে মোরে যে জন ভজিবে।
ধর্ম্ম অর্থ কাম ভোগ চারি ফল পাবে॥
সে কথায় জননী গো নাহি প্রয়োজন।
পুত্রভাবে কোলে কর আমারে এখন॥
ক্ষুধিত পিপাসু আমি বহুদিন ধরি।
স্তনপান করাও মা মোরে কোলে করি॥

স্বপ্নাবেশে এ মূরতি করি দরশন।
পুলকে রোমাঞ্চ শচী হইল তখন॥
আনন্দে বাড়ান হাত কোলে লইবারে।
সকলি সে অন্তর্হিত নিমেষ ভিতরে॥
ভাঙ্গিল শচীর ঘুম চমকিলা সতী।
সভয়ে স্বামীরে কন শুনহে ভারতি॥
স্বপন দেখিনু আমি কিবা মনোহর।
সুবর্ণ ভূষিত এক পুরুষ সুন্দর॥
মা মা বলি আসি মোরে করি সম্বোধন।
শীতল করিল মম তাপিত জীবন॥
কোলে লইবার কালে ঘুম ভেঙ্গে গেল।
সুখের স্বপন মম জাগ্রতে ফুরাল॥
এই ভাবে রাত্রি শেষ করি দুইজন।
প্রভাতে সকল কথা বাপ মায়ে কন॥
জ্যোতির্ব্বিদ্ নীলাম্বর হাসি হাসি মুখে।
ভাল হবে জানি আমি বলেন শচীকে॥
দিনে দিনে বাড়ে গর্ভ পঞ্চম সে মাসে।
শচীর গর্ভের কথা সকলে প্রকাশে॥
গর্ভের প্রকাশ যত দিন দিন হয়।
সেই সঙ্গে সে শচীর রূপ বেড়ে যায়॥
গর্ভের লক্ষণ দেখি হরষিত হয়ে।
গণি দেখে নীলাম্বর জ্যোতির্ব্বিদ্ লয়ে॥
পুরাণে প্রকাশ আছে কলির কারণ।
অবতার হবে হরি গোলোকভূষণ॥

ভক্ত অবতার নামে ভক্তি বিলাইবে।
অধম সে কলি জীবে ধর্ম্ম পথে লবে॥
সেই সে এ অবতার শচীর উদরে।
হবেন শ্রীহরি পুন পাপী জীব তরে॥
নীলাম্বর হরষিত হরি কথা কয়।
শয়নে স্বপনে সেই দেখে হরিময়॥
ভক্তবৃন্দ সঙ্গে করি বলে হরি হরি।
উল্লাসেতে হরি নাম করে প্রাণ ভরি॥
এইমত এই ভাবে দিন গণনায়।
দশমাস দশদিন ক্রমে হোয়ে যায়॥
তবুও শচীর গর্ভ বাড়িছে দেখিয়া।
ভাবে নীলাম্বর অতি চিন্তিত হইয়া॥
এই ভাবে ত্রয়োদশ মাস বহে যায়।
শচীর নাহিক ক্লেশ নির্ভয় হৃদয়॥
শান্তি নিকেতন হরি যাহার উদরে।
সে শচী কি আর হায় প্রসবিতে ডরে॥
হাসি হাসি মুখে শচী প্রফুল্লিত অতি।
জঠরে শ্রীহরি যাঁর বিশ্বের মূরতি॥
পবিত্র ভকতি ভাবে ভাবি নারায়ণ।
সন্তোষে যাপেন শচী আপন জীবন॥

ইতি শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলায় স্বপ্নাবেশ নাম দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয় সর্গ।



শ্রীগৌরাঙ্গের জন্ম।

শীত অবসানে বসন্ত আইল।
মনোলোভা শোভা জগত পরিল ॥
ধীরে ধীরে অই মলয়পবন।
মকরন্দে লয়ে চলিছে কেমন ॥
ভ্রমর উড়িছে গুণ গুণ রবে।
হরিতে কোমল ফুলের আসবে ॥
শ্যামতৃণদল বিটপী শ্যামল।
কচি কিশলয়ে করে টলমল ॥
বালক অরুণ প্রভাত গগনে।
রঞ্জিত কেমন লোহিত বরণে ॥
দিকগণ যেন হাসি হাসি ভাবে।
রয়েছে কেমন বসন্ত প্রভাবে ॥
শীত ভয়ে ভীত জীব জন্তু যত।
এতদিন ছিল নির্জীবের মত ॥
তরুশাখে পিক কুতূহলে গায়।
জানাতে জগতে বসন্ত উদয় ॥
প্রভাতে কোকিল সুমধুর স্বরে।
ধীরে ধীরে যেন ডাকিছে শচীরে ॥
উঠ মা উঠ মা ঘুমাওনা আর।
প্রসবিবে আজি তুমি সুকুমার ॥

দেখনা প্রাঙ্গণে ভক্তগণ যত।
দূর দেশে হ'তে আসিয়াছে কত ॥
পূজিবে আজি গো বলিয়া তোমারে।
দেখনা বসিয়া আছে তব দ্বারে ॥
দেবের সোহাগী তুমি গো জননী।
ঘুমাওনা আর প্রভাত রজনী ॥
দেখ ঋতুরাজ লয়ে দলবল।
পূজিতে এসেছে চরণকমল ॥
ভাবে গদ গদ প্রেমে টলমল।
নীলাম্বর গৃহ কেমন উজল ॥
সবে করতালী দিয়ে শচী পাশে।
নাচিছে গাইছে মনের হরিষে ॥
নদীয়া নগরে জনতা গভীর।
দেখ ভক্ত কত ধার্ম্মিক সুধীর ॥
গ্রহণের কালে গঙ্গাস্নান তরে।
আসিয়াছে তারা পুলক অন্তরে ॥
কেহ উপবাসী কেহ ফল খেয়ে।
কাটাইছে দিন পুলক হইয়ে ॥
দিবা অবসানে রক্তিম নয়নে।
বসিল তপন পশ্চিম গগনে ॥
দেখ পুনরায় অভিনব সাজে।
সন্ধ্যা সমাগমে নদীয়ার মাঝে ॥
আজি রে কি ভাব স্বভাব লভিল।
হেরি মন প্রাণ বিমোহিত হলো ॥

হাম্বা রবে গাভী মাঠ হোতে ধায়।
ব্রজভাব যেন দেখি পুনরায়॥
চলিছে রাখাল বাজায়ে মুরলী।
প্রেমভাবে আহা হোয়ে কুতূহলী॥
দিবা শ্রান্তি শেষে কৃষক হরিষে।
হল কাঁধে ধীরে আসে নিজ বাসে॥
নদীয়া নাগরী গৃহ কাজ সারি।
চলিছে আনিতে ভাগীরথী বারি॥
সন্ধ্যা সমাগমে সন্ধ্যা করিবারে।
চলিছে ব্রাহ্মণ জাহ্নবীর তীরে॥
বৈষ্ণবের দল হরিগুণ গানে।
স্নানতরে চলে জাহ্নবী জীবনে॥
কুমুদিনী বধূ রজনীর কোলে।
হেসে হেসে এলো গগনের তলে॥
চাঁদের আলোকে পূরিল ধরণী।
আবার দেখনা কি ভাব মোহিনী॥
হাসিছে জাহ্নবী চাঁদের কিরণে।
খেলিছে লহরী লহরীর সনে॥
তরঙ্গের ছলে জাহ্নবী নাচিছে।
কেহ তো জানেনা কেন সে নাচিছে॥
যে পদে জনম আজি সে আসিছে।
তাই-ভাবি এত উন্মাদিনী আছে॥
এ নগরী তীরে কত কাল ধরি।
আছে গো কেবল দেখিতে শ্রীহরি॥

জগতের পাপ ভাগীরথী হরে।
তার পাপ বল কেবা নাশ করে॥
গৌর রূপে হরি সে পাপ নাশিতে।
অবতীর্ণ হবে আজি নদীয়াতে॥
তাতেই আজি সে মনের গরবে।
হেলিয়ে দুলিয়ে আছে এই ভাবে॥
চাঁদ দেখে অই চকোরের দল।
চাঁদ কোলে খেলে করি কোলাহল॥
সুধা অভিলাষী রে চকোরদল।
পূরিবে কামনা হয়োনা চঞ্চল॥
সুধারাশি শশী বিলাবে এখনি।
নাম সুধা পিয়ে যুড়াবে পরাণী॥
হাসিছে চন্দ্রমা হাসিছে গগন।
দেখনা এভাব মোহন কেমন॥
বিমানে সেখানে হাসে দেবগণ।
চাঁদে দেখি অই হাসে জীবগণ॥
তীর্থ অভিলাষী মুদিয়া নয়নে।
ইষ্টনাম জপে বসি একমনে॥
ক্রমেতে রজনী গভীর হইল।
ঝিঁঝিঁ রবে ওই জগত পূরিল॥
গভীর নিস্তব্ধ নাহি আলাপন।
শ্রম শেষে শান্তি লভে জীবগণ॥
ভক্ত হৃদি সুধু মুহু বিলোকনে।
গ্রহণের দেরি দেখে চাঁদ পানে॥

এ হেন সময়ে সেই চাঁদ অরি।
গ্রাসিতে লাগিল চাঁদে ধীরি ধীরি॥
জান কি কারণ কোন অপরাধে।
গ্রাসিছে দুরন্ত আজি রে সে চাঁদে॥
অকলঙ্ক গোরা চাঁদের উদয়ে।
কলঙ্কী শশাঙ্ক কে দেখিবে চেয়ে॥
এ চাঁদ তুলনা কভু কি সম্ভবে।
গোরা পুরা চাঁদ কাছে এই ভবে॥
এ চাঁদ সুধায় চকোরের দল।
নিরবধি পিত করি কোলাহল॥
গোরা চাঁদ সুধা পিয়ে নিরবধি।
তরিবে হেলায় সংসার জলধি॥
বৃথা বোধে তাই গ্রাসিছে তাহারে।
দেখনা ও রাহু এই ছুতা ধরে॥
গভীর নিস্তব্ধ কোথা বা রহিল।
ভীমনাদে অই নদীয়া মাতিল॥
খোল করতাল মৃদঙ্গ মাদল।
ঘোর উচ্চরবে ভীষণ বাজিল॥
পাপী হৃদি কাঁপে সে গভীর নাদে।
কি ভয় তাহার যে আছে সে পদে॥
দেখ হরি বলি প্রাণ ভোরে গায়।
উর্দ্ধবাহু হোয়ে বলে আয় আয়॥
দিন তো ফুরাল হরি হরি বল।
ভোগ সুখে আর আছ কেন বল॥

হরি নামে মাতি যুবক যুবতী।
বাহুতুলে বলে আয় শীঘ্রগতি॥
বদন ভরিয়ে কর সংকীর্ত্তন।
নাম গুণে হবে পাপ বিমোচন॥
আহা এই ভাবে সম্প্রদায় দল।
হরি হরি বলি করি কোলাহল॥
চলে গঙ্গাতীরে নাচিয়ে গাইয়ে।
হরি হরি বলে করতালী দিয়ে॥
এলো গেল কত গণা নাহি যায়।
দলে দলে গায় হরি সম্প্রদায়॥
কেহবা ভাবেতে বিভোর হইছে।
প্রেমেতে মগন নিজে পাসরিছে॥
কারো সংজ্ঞা নাই নিশ্বাস বহিছে।
তার মাঝে মাঝে শ্রীহরি বলিছে॥
মুরারি শ্রীবাস যতেক গোঁসাই।
হরি হরি বলি নাচিছে সবাই॥
গাইছে নাচিছে ফিরিয়ে ফিরিয়ে।
শচীর দুয়ারে করতালী দিয়ে॥
ভাবেতে মগন বলে আয় আয়।
পাপীর কাণ্ডারী হবে গোরা রায়॥
নাচিছে ধরণী নাচে তৃণদল।
সম্প্রদায় মুখে শুনি হরি বোল॥
হরি নামে হেন হয় অনুমান।
পূরিল পাতাল ধরণী বিমান॥

এ হেন সময়ে ভূমিষ্ঠ শ্রীহরি।
হোলো হুলু ধ্বনি সব নদে পুরী ॥
কিবা নিরমল বরণ উজ্জল।
কাঁচা সোণা জিনি করে টলমল॥
রূপের ছটাতে পূরিল ভবন।
সবে চেয়ে দেখে কিবা সুলক্ষণ ॥
চাঁচর চিকুর কিবা মনোহর।
শোভে থরে থর মাথার উপর ॥
প্রশস্ত ললাট আয়ত নয়ন।
তিল ফুল নাসা কিবা সুশোভন ॥
মুখ রুচি আহা মোহিনী কেমন।
ইঙ্গিতে কাড়িছে যেন প্রাণ মন ॥
ফুল্লগণ্ড শিশু কিবা মনোহর।
বালার্ক নিন্দিত সুন্দর অধর ॥
বৃষস্কন্ধ বাহু আজানুলম্বিত।
রূপ দেখে সবে হোলো বিমোহিত ॥
বিশাল উরস শোভা অনুপম।
তুলনায় নাহি হেন মনোরম ॥
করিবর জিনি উরু সুশোভন।
নর দেহে কোথা এ ভাব মোহন ॥
পদনখে পূর্ণ চন্দ্রমা রাজিছে।
অলক্ষিতে তায় নূপুর বাজিছে ॥
কেহ না শুনে তা শুনে পুরন্দর।
আর শুনে শচী পুলক অন্তর ॥

মনসিজ জিনি মুরতিমোহন।
দেখি তা উথলে ভাবুকের মন॥
রোহিণী ভবানী শচী অরুন্ধতী।
সাবিত্রী গায়ত্রী বীণাপাণি সতী॥
দেবাঙ্গনা যত নর রূপ ধরি।
আসিল মরতে দেখিতে শ্রীহরি॥
শচীর কুমারে দেখিবার তরে।
প্রতিবেশী যত ঠেলাঠেলি করে॥
সবাই পুলক রোমাঞ্চ শরীর।
মরি কি সুন্দর ভাব পৃথিবীর॥
অমানুষ রূপী দেখিয়া কুমার।
ব্রহ্মভাবে ভাবে ছাড়িয়া বিকার॥
ব্রহ্মৈশ্বর্য্য দেখি চল্লিশ প্রকার।
প্রেমিকের মনে জন্মিল বিকার॥
পদে ছত্র যব করি নিরীক্ষণ।
ব্রহ্মজ্ঞানে মিশ্র করেন স্তবন॥

ইতি শ্রীগৌরাঙ্গ লীলায় শ্রীগৌরাঙ্গ-জন্ম নাম তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থ সর্গ।

জগন্নাথের স্তব।

নিত্য সত্য শুদ্ধ অনাদি অনন্ত।
শ্রেষ্ঠ সুপ্ত বুদ্ধ আদি মধ্য অন্ত ॥
সত্ত্ব রজ তম ত্রিগুণ কারণ।
চিদানন্দ রূপ ব্রহ্ম সনাতন ॥
যোগের অসাধ্য কিন্তু যোগময়।
বেদবোধ্য তুমি তুমি বেদময় ॥
জ্ঞানের অসাধ্য কিন্তু জ্ঞানময়।
জগতের জ্যোতি তুমি জ্যোতির্ম্ময় ॥
স্থূল সূক্ষ্ম অণু তুমি সর্ব্বময়।
অখিল জীবন তুমি প্রাণময় ॥
বিধি বিষ্ণু শিব তব তেজোরূপ।
প্রকৃতির আদি তুমি বিশ্বরূপ ॥
নিজে নিরঞ্জন জগত আধার।
সর্ব্বাকার কিন্তু নিজে নিরাকার ॥
আত্মারাম রূপে করিছ রমণ।
আপন আত্মাতে তুমি অনুক্ষণ ॥
অভিন্ন হইয়া আছ সর্ব্ব জীবে।
আকাশ পাতাল ধরণী ত্রিদিবে ॥
রজোরূপী ব্রহ্মা সৃষ্টির কারণ।
সত্ত্বরূপী বিষ্ণু করিছ পালন ॥

তমোরূপী রুদ্র করিছ সংহার।
সকলের আদি তুমি সর্ব্বাধার॥
ক্ষিতি অপ তেজ আদি পঞ্চভূত।
ভূত শ্রেষ্ঠ তুমি অতীব অদ্ভুত॥
যম দিকপাল আদি দেবগণ।
সকলের স্রষ্টা তুমি জনার্দ্দন॥
জলেতে বরুণ পাতালে বাসুকী।
অনলে অনিলে তব রূপ দেখি॥
প্রভাতে অরুণ করিছে প্রচার।
নিজ তেজে অই মহিমা তোমার॥
রজনী ভূষণ চন্দ্রমা গগনে।
সুধা বরষিছে তব গুণ গানে॥
তমসা নিশীথে তারকা নিকরে।
তোমার সুস্নিগ্ধ আলোক বিতরে॥
বাসব রূপেতে দেবগণ মাঝে।
তুমি আছ কিবা মনোহর সাজে॥
বৈকুণ্ঠ ভুবনে তুমি নারায়ণ।
গোলোকে শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা-জীবন॥
ক্ষীরোদে বিরাট অনন্ত-শয়নে।
অতি গূঢ় তব তত্ত্ব কেবা জানে॥
কৈলাসে গিরিশ বিভূতিভূষণ।
অতি অপরূপ রজত বরণ॥
ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা তুমি বেদপতি।
এ সবার আদি তুমি বিশ্বপতি॥

ভূচর খেচর জলচর গণ।
তোমার মায়াতে করিছে ভ্রমণ॥
আমি মূঢ়মতি না জানি ভকতি।
নাহি শাস্ত্রবোধ কি করিব স্তুতি॥
অধম অকৃতি জন্ম নরকুলে।
পুত্ররূপে আজি কৃতার্থ করিলে॥
অখিল ভুবন সকলি তোমার।
অপরাধ ক্ষম করি নমস্কার॥

ইতি শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় জগন্নাথের স্তব নাম চতুর্থ সর্গ।

পঞ্চম সর্গ।

বাল্যলীলা।

১

সোণার বরণ অই নবীন কুমার।
অমা নিশি শেষে, সিত শশী সম,
নয়ন রঞ্জন, অতি অনুপম,
শচী পুরন্দর স্নেহে, বাড়ে অনিবার॥

২

ভুবন ভুলান রূপ, সুন্দর কেমন।
দিনে দিনে আহা, অমৃতের ধারে,
বাড়িছে কুমার শচী স্নেহ নীরে,
নিরখি সে ভাব মন প্রাণ বিমোহন॥

৩

আয়ত লোচন, তাহে কাজলে উজল।
আধ আধ হাসি, কিবা সুধামাখা,
শিশু মুখ শোভা, রাকা চাঁদ আঁকা,
নয়নের শোভাকর, অলকের দল॥

৪

সিংহগ্রীব বৃষস্কন্ধ কিবা মনোহর।
বিশাল উরস, কিবা সুগঠন,
আজানুলম্বিত বাহু সুশোভন,
হেরিয়া এ ভাব দোঁহে পুলক অন্তর॥

৫

শ্রীসেবিত পাদপদ্ম শোভার আধার।
প্রতি নখে নখে আছে থরে থর,
বিরিঞ্চি মহেশ, অমরনিকর,
রবি শশী দিকৃপাল কিবা চমৎকার॥

৬

দিবাকর নিশাকর করে ঝলমল।
শিশু পদনখে, বিকাশি কিরণ,
আছে প্রেমভরে, না যায় বর্ণন,
ভাবিলে সে পদ্ম শোভা হৃদয় বিকল॥

৭

তার উপমার স্থল মিলিবে কোথায়।
ধরণী ত্রিদিবে, আকাশ পাতালে,
হেন বস্তু কই, যাতে সাম্য মিলে,
না জানি কি আছে দিব, উপমা তাহায়॥

৮

শিশুর বয়স ক্রমে বাড়িতে লাগিল।
অন্নাশন কাল, দেখিয়া আগত,
আত্মীয় কুটুম্ব, হইয়া মিলিত,
শুভলগ্ন শুভদিন নির্ণয় করিল॥

৯

শিশু জন্মলগ্ন সবে, করিয়া বিচার।
তোষণ-পোষণ, বিশ্বের পালন,
করিবে এ শিশু, সকলি সাধন,
বিশ্বম্ভর নাম তাই, রাখিল তাহার॥

১০

বয়োধিকা প্রতিবেশী, সবে যুক্তি করি।
মৃতবৎসা দোষ, জানিয়ে সবাই,
বালকের নাম, রাখিল নিমাই,
নিমাই নিমাই করি, ডাকে প্রাণভরি ॥

১১

আধ আধ কথা বলে, হাসি হাসি মুখে।
নবোদিত দাঁত, যেন কুন্দকলি,
ম্যা মা ধ্বনি শুনি, স্নেহে শচী গলি,
লন তুলি নিমায়েরে, আপনার বুকে ॥

১২

রোদন করিলে শিশু, থামেনাকো আর।
প্রবোধ বচন, আর নাহি মানে,
বিরক্ত হইয়ে, তাহার শ্রবণে,
বলে, শান্ত কর হরি, অশান্ত কুমার ॥

১৩

যেই হরিনাম তার, পশিল শ্রবণে।
থামিল নিমাই, কাঁদেনাকো আর,
বুঝিল সকলে, স্বভাব ইহার,
কাঁদিলেই হরিনাম, করে তার কাণে ॥

১৪

দেখিতে দেখিতে আসি, তৃতীয় বরষে।
বলিষ্ঠ সবল, হইল নিমাই,
ক্রমে অনুদিন, দেখিয়ে তাহাই,
খেলিবারে শিশু কত, দিন দিন আসে ॥

১৫

এর মাঝে একদিন, শুন অপরূপ।
একদা অদ্বৈত, শচীগৃহে আসি,
প্রণমে বালকে, নাচি নাচি হাসি,
বলে শচী শুন এই শিশু বিশ্বভূপ ॥

১৬

ভাবে গদ গদ আহা, কমলাঁখি গায়।
শিশুর নিকটে, হরিগুণগান,
হরিনাম শুনে, পুলক পরাণ,
আপনি নাচিয়ে শিশু, অদ্বৈতে নাচায় ॥

১৭

মানুষ নিমাই নয়, তার কথা কহি।
ব্রহ্মত্ব শিশুর, পরিচয় যাতে,
অলক্ষে সেথায়, আসি অঙ্গনেতে,
গরজে গরলকণ্ঠ সুবিশাল অহি ॥

১৮

শচী কোলে নিমায়েরে, দেখি ফণধর।
ফণা তুলি তার, নাচিতে লাগিল,
কিছুক্ষণ নাচি, কুণ্ডলী করিল,
শিশু পানে চাহি অহি, গর্জ্জে ভয়ঙ্কর ॥

১৯

শচী কাছে প্রতিবেশী যে ছিল বসিয়া।
উঠে চমকিয়া, ভয়ে ভীত সবে,
না সরে বচন মুখে, গোঁ গোঁ রবে,
যে যেখানে পায়, তারা যায় পলাইয়া ॥

২০

তৃতীয় বৎসর শিশু, বলিছে তখন।
ভয় নাই কেন যাও পলাইয়া,
নাচিছে ভুজঙ্গ, আমারে দেখিয়া,
যুগশেষে এই ফণি, আমার শয়ন॥

২১

বিরাট শয়নে এর নাহি পরিতোষ।
তাই ফণিরাজ, এসেছে এখানে,
দেখিতে এরূপ, পূজিতে চরণে,
গর্জ্জনে করিছে স্তব, নহে ইহা রোষ॥

২২

ব্রহ্মরূপ শিশু, নহে সহজ বালক।
সবাই কহিছে, শচী কোল ছাড়ি,
এক লম্ফে পড়ে, ভুজঙ্গ উপরি,
নিমায়ের ভাবে সবে লাগিল চমক॥

২৩

সবে বলে ধর ধর, শচী মাতা কাঁদে।
কি হোলো কি হোলো, বলি উচ্চরবে,
ভুজঙ্গ বাছারে, এখনি দংশিবে,
সবে মেলি ওগো তোরা, বাঁচা মোর চাঁদে॥

২৪

শিশু বলে ভয় নাই, কেঁদোনা জননী।
এ সর্প আমার, চির সহচর,
ঘোর বৃষ্টি হোতে, এই ফণধর,
ফণাছত্রে নিবারিল, শুন সে কাহিনী॥

২৫

কংস কারাগার হ'তে বসুদেব কোলে।
গিয়াছিনু যবে, নন্দের ভবনে,
আমি গো জননী, আহা সেই দিনে,
সঙ্গে ছিল এই ফণী, সে নিশীথকালে ॥

২৬

শুনি তার কথা সবে, লাগিল চমক।
প্রতিবেশিগণ, কাণাকাণি করে,
কেহবা কাঁপিছে, সত্রাস অন্তরে,
কেহ বলে নর নয়, শচীর বালক ॥

২৭

হেথা সর্প পেয়ে আহা দেব বিশ্বম্ভরে ;
রসনে চাটিছে চরণযুগল,
ভাবে গদ গদ, আঁখি ছল ছল,
ভাবিছে সফল দেহ, এতদিন পরে ॥

২৮

সর্পরূপী শেষ এই, কে জানে ইহারে।
বিশ্বম্ভর সাথে, ইঙ্গিত বচনে,
কহি সব কথা, নিজ নিকেতনে,
চলি গেল সর্পরাজ, পুলক অন্তরে ॥

২৯

মার কোলে দ্রুত এসে, নিমাই উঠিল।
কোলে পেয়ে ছেলে, জননী হাসিল,
বিষ্ণু মায়া মোহে, সবাই মোহিল,
পূর্ণব্রহ্ম বলি তারে, কেহ না চিনিল ॥

৩০

বৃদ্ধা প্রতিবেশী এক, নিমায়ে জিজ্ঞাসে।
ওরে পুনরায়, কহ দেখি শুনি,
কি বলিলি সেই, দ্বাপর কাহিনী,
তুমি বৃন্দাবনে ছিলে নন্দসুত বেশে॥

৩১

বলিলে প্রত্যয় তব না হবে এখন।
পৃথিবীর ভার, করিতে উদ্ধার,
যুগে যুগে আমি, হই অবতার,
দ্বাপরেতে কৃষ্ণ আমি, নিমাই এখন॥

৩২

কেহ বা মায়াতে মুগ্ধ, কেহ সত্য মানি।
সন্ধ্যা সমাগমে, হরি হরি বলি,
শচীগৃহ ছাড়ি, হোয়ে কুতূহলী,
চলি যায় নিজবাসে, সকল রমণী॥

৩৩

রজনী উদয়ে মিশ্র ঘরে ফিরে এলো।
শচী তাঁরে কয়, সর্প বিবরণ,
শিশু কথা সব, যে ছিল ঘটন,
মায়ামুগ্ধ জগন্নাথ, হাসিতে লাগিল॥

৩৪

এই ভাবে কিছুদিন, পুনরায় যায়।
শচী পুরন্দর, সন্তান নিমায়ে,
প্রাকৃত বালক, মনেতে ভাবিয়ে,
মনসুখে স্নেহ ভরে, জীবন কাটায়॥

৩৫

একদা অতিথি এক, দিল দরশন।
পুরন্দর গৃহে, বিবিধ বিধানে,
সমাদরি মিশ্র, পূজিয়া চরণে,
বসিবারে আনি দিল, সুন্দর আসন॥

৩৬

দীপ্ত তেজোময় সেই, তৈথিক ব্রাহ্মণ।
জগন্নাথে কয়, তোমার শরণে,
আজি হে অতিথি, বিচারিয়া মনে,
এসেছি তোমার বাসে করাহ ভোজন॥

৩৭

মিশ্র বলে গুরো! আজি জনম সফল।
হইল পবিত্র, মম পিতৃগণ,
তাই আজি হ'ল, তব আগমন,
আয়োজন করি যাহা আজ্ঞা হয় বল॥

৩৮

বনে বনে ভ্রমি আমি ফল মূল খাই।
রন্ধন করিয়া দিব ইষ্টদেবে,
তুমি আয়োজন, তার করি দিবে,
এই তো বাসনা শেষ যা করে গোঁসাই॥

৩৯

ইঙ্গিতে সকলি দিল, করি আয়োজন।
দেখিয়া ব্রাহ্মণ, হরিষ অন্তরে,
চলিল পুলকে, রাঁধিবার তরে,
ভক্তিভাবে মুহূর্ত্তেকে, করিল রন্ধন॥

৪০

করিয়া রন্ধন শেষ, নিবেদন তরে।
ইষ্টদেবে দেয়, নয়ন মুদিয়া,
তারে দিব দেখা, মনন করিয়া,
আসিল নিমাই সেথা, অতি ধীরে ধীরে॥

৪১

নয়ন মুদিয়া বিপ্র, ভাবিছে গোপালে।
এখানে নিমাই, আসি তুলে খায়,
নিজ হাতে করি, দ্রব্য সমুদয়,
যা কিছু ব্রাহ্মণ রাঁধে, নিবেদিব বলে॥

৪২

ভোজনের শব্দ শুনি, অতিথি দেখিল।
পুরন্দর শিশু, হাতে তুলি খায়,
তাঁহার রন্ধন, দ্রব্য সমুদয়,
পুরন্দরে কহে মম, শ্রম বৃথা গেল॥

৪৩

শুনিয়া শ্রবণে মিশ্র, ব্যথিত অন্তর।
মারিতে নিমায়ে, দ্রুতবেগে ধায়,
নিমাই পলায়ে, শচী কাছে যায়,
জগন্নাথ পিছে পিছে, চলিছে তাহার॥

৪৪

অল্পমতি শিশু এই নাহি কোন বোধ।
কহিছে অতিথি, না মানে দেবতা,
করিছ তর্জ্জন, কেন এরে বৃথা,
হাতে ধরি বলে ক্ষম, তুমি তো সুবোধ॥

৪৫

করযোড়ে পুরন্দর, কহে পুনরায়।
ক্ষম অপরাধ, করি আয়োজন,
আবার সকল, করুন রন্ধন,
সবিনয়ে অতিথিকে আবার রাঁধায়॥

৪৬

অন্য বাড়ী যায় শচী, নিমায়ে লইয়া।
এখানে অতিথি, রাঁধিয়া সকল,
আচমন করি, পুন নিবেদিল,
ভক্তিভাবে দেয় দেবে, নয়ন মুদিয়া॥

৪৭

খেলিতে খেলিতে গৃহে, আসিল আবার।
শচী নাহি জানে, নিমাই কোথায়,
অতিথির ঘরে, আসি পুনরায়,
নিমাই বসিয়া সব, করিছে আহার॥

৪৮

ধ্যান ভাঙ্গি বিপ্রবর আঁখি মেলি দেখে।
আবার বালক, এসেছে এখানে,
সব নষ্ট হোলো, ভাবে নিজ মনে,
ইষ্টদেব রুষ্ট আজি, রহে মন দুঃখে॥

৪৯

জগন্নাথে বলে তবে, মধুর বচনে।
আন ফল মূল, করিব ভোজন,
ভাগ্যদোষে ভোগ, না হোলো অর্পণ,
বনের সন্ন্যাসী খাই, ফল মূল বনে॥

৫০

বিধাতা বিমুখ, পাপ অদৃষ্টে আমার।
মম ভাগ্যে নাহি, অতিথি সেবন,
তাই হয় এই, বিঘ্ন সংঘটন,
অতিথির শাপে আজি নাহিক নিস্তার॥

৫১

হেনকালে বিশ্বরূপ, আসিলেন ঘরে।
সুতপ্ত কাঞ্চন, জিনিয়া বরণ,
হাতে পুঁথি করি, সুধীর সুজন,
প্রণমেন অতিথিরে, পুলক অন্তরে॥

৫২

অতিথি বলেন ইনি, কার প্রাণধন।
জগন্নাথ কহে, জ্যেষ্ঠ পুত্র এই,
নাম বিশ্বরূপ, নিমায়ের ভাই,
আপনার দাস এই, আমার নন্দন॥

৫৩

অতিথি বলেন মিশ্র, তুমি ভাগ্যবান।
এ হেন কুমার, আছে গৃহে যার,
সুখী সেই গৃহী, কি অভাব তার,
ধার্ম্মিক সুশীল শিশু অতি গুণবান॥

৫৪

নিমায়ের কথা সব, পিতৃমুখে শুনি।
ধীর বিশ্বরূপ, কহে কর যোড়ে,
এখনি আনিব, আহরণ করে,
অতিথি বিমুখ হোলে, বড় দোষ জানি॥

৫৫

এবারে নিমায়ে আমি রাখি গৃহান্তরে।
ঘুম পাড়াইব না আসিবে আর,
করুন রন্ধন দেব পুনর্ব্বার,
যে ঘরে থাকিবে ভাই রব সেই দ্বারে॥

৫৬

পুনরায় রন্ধনের আয়োজন করি।
যায় বিশ্বরূপ নিমাই লইয়ে,
হেথায় অতিথি আবার রাঁধিয়ে,
বলেন শিশুরে রাখ সাবধান করি॥

৫৭

বলে বিশ্বরূপ আর ভয় নাই।
নিবেদন কর মনসুখে তুমি,
ঘুমায়েছে ভাই কাছে আছি আমি,
তোমার ভোজন শেষে ছাড়িব নিমাই॥

৫৮

মুগ্ধ সেই বিশ্বরূপ না জানে কারণ।
বিষ্ণুমায়া আসি করে অচেতন,
ঘুমাল সকলে নাহিক চেতন,
অতিথির কাছে শিশু আসিল তখন॥

৫৯

নয়ন মুদিয়া বিপ্র করে নিবেদন।
আবার নিমাই খাইছে বসিয়া,
ভাঙ্গি গেল ধ্যান দেখে নিরখিয়া,
অন্তর বিরক্ত তার না সরে বচন॥

৬০

হাসি হাসি বলে শিশু হাতে ধরি তার।
ধ্যান করি দেখ আমি কোন জন,
কেন বার বার করহ রন্ধন,
আমার উচ্ছিষ্ট এই প্রসাদ তোমার॥

৬১

যুগে যুগে মুগ্ধ তুমি নাহিক স্মরণ।
নন্দের ভবনে আমি এইরূপে,
তোমারে রাখিয়া নিজ মায়া কূপে,
ঘুচায়েছিনু সে মোহ দিয়ে দরশন॥

৬২

ধ্যান করি যোগী দেখে মুদিয়া নয়ন।
ইষ্টদেব তার গোপালের বেশে,
জানিল নিমাই ছন্নরূপ শেষে,
ব্রহ্মজ্ঞানে বিপ্র পূজে যুগল চরণ॥

৬৩

যোগের অসাধ্য তুমি যোগীর জীবন।
দেখা নাহি দিলে কে পায় দেখিতে,
প্রেমানন্দে স্তব করি বিধিমতে,
গোপাল প্রসাদ শেষ করিল ভোজন॥

৬৪

বলে শিশু ঘুমাইব পুন গিয়া ঘরে।
না কর প্রকাশ এ ভাব আমার,
যাও সুখে তুমি হইলে উদ্ধার,
হবে না জনম তব আর যুগান্তরে॥

৬৫

এতবলি ব্রহ্ম শিশু যায় নিজ ঘরে।
বিষ্ণু মায়া গেল সবাই জাগিল,
অতিথির সেবা সব শেষ হোলো,
পুলক অতিথি সব জানিল অন্তরে॥

৬৬

ইঙ্গিতে কিঞ্চিৎ বিপ্র পুরন্দরে কয়।
তব সম আর নাহি পুণ্যবান,
নিমায়ে মানুষ নাহি কর জ্ঞান,
ব্রহ্মরূপী শিশু, এই দেবতা নিশ্চয়॥

৬৭

গৃহস্থেরে আশীর্ব্বাদ অতিথি করিয়া।
যায় পুন বনে করিতে সাধন,
দেবের আরাধ্য যোগারাধ্য ধন,
মনে মনে নিমায়েরে প্রণাম করিয়া॥

৬৮

এক দুই তিন চারি পঞ্চম বরষে।
বলিষ্ঠ সবল হইল নিমাই,
ক্রমে অনুদিন দেখিয়ে তাহাই,
খেলিবারে শিশু সব দিন দিন আসে॥

৬৯

স্বভাব-সুলভ বাল ভাবেতে চঞ্চল।
ক্রমশঃ হইল নিমাই তখন,
কারে গালি দেয় কারে প্রহরণ,
কভু কারে ভূমে ফেলে ধরিয়া কুন্তল॥

৭০

অভিমানে কোন শিশু শচী কাছে আসি।
কাঁদিয়া কহিছে দুরন্ত তোমার,
নিমাই আমারে করেছে প্রহার,
দেখনা চাপড়দাগ পিঠে আছে বসি ॥

৭১

অমনি আদরে শচী কোলে করি তারে।
চুম দিয়ে বলে আহা মরি মরি,
প্রবোধ বচনে, আজি এলে বাড়ী,
মারিব নিমায়ে আমি যাও বাছা ঘরে ॥

৭২

খেলা ছাড়ি হেন কালে নিমাই আইল।
শচী ক্রোধভরে যান ধরিবারে,
দ্রুত সে পলায়ে বসে আঁস্তাকুড়ে,
মার পানে চেয়ে শিশু তখনি হাসিল ॥

৭৩

বলিছে আমায় আর কেমনে ধরিবে।
তোমার অগম্য এ স্থানে এসেছি,
এখানে আসিলে হইবে অশুচি,
তাই করি মানা মাগো ধরোনা আমারে ॥

৭৪

শচী তারে ভুলাইয়া ডাকিয়া আনিল।
বলে মারিব না এস বাছা ঘরে,
মায়ের বচনে এল ধীরে ধীরে,
অশুচি বলিয়া শুচি করে গঙ্গাজলে ॥

৭৫

একদিন শিশু মিলি হিন্দোল খেলিতে।
উপজিল সাধ নিমায়ের মনে,
গাছে বাঁধি দোলা পরম যতনে,
চড়িল নিমাই সবে লাগিল দোলাতে॥

৭৬

দুলিতে দুলিতে বলে ভাবের আবেশে।
দুলিয়াছি আমি শুন পূর্ব্বযুগে,
বৃন্দাবন বনে প্রেম অনুরাগে,
রাধা শক্তি বামে করি মনের হরিষে॥

৭৭

হাত ধরাধরি করি গোপিকামণ্ডলে।
আমি কৃষ্ণরূপে লইয়া রাধারে,
দোলমঞ্চে উঠি দুলি প্রাণ ভোরে,
মাতায়েছি প্রেমভরে সে গোপিকাদলে॥

৭৮

খেলিতে সে খেলা আজি সাধ উপজিল।
কোথা সে রাধিকা বৃষভানুসুতা,
কোথা সে বিশাখা সে সখী ললিতা,
সাধের গোপিকাদল কোথা গেল বল॥

৭৯

ভাবে আঁখি ছল ছল নিমাই তখন।
রাধা রাধা বলি কাঁদে উচ্চৈস্বরে,
এস সবে এস আজি খেলিব রে,
বৃন্দাবনে রাসখেলা খেলেছি যেমন॥

৮০

বলিতে বলিতে নিমু অচেতন হোয়ে।
পড়িল ধরায় সংজ্ঞা নাহি আর,
সব শিশুগণে লাগে চমৎকার,
চিন্তিত হইল সবে এ ভাব দেখিয়া ॥

৮১

কোন শিশু জল দেয় নিমায়ের মুখে।
না হোলো চেতন নিমাই তাহার,
অস্থির সকলে করে হায় হায়,
ভাবে অচেতন সবে নিমায়েরে দেখে ॥

৮২

কেহ বলে ভাই দোলায় লেগেছে ঘোর।
তাই হোলো বুঝি নিমু অচেতন,
দ্রুত আন পাখা ভেবোনা এখন,
ব্যজন করিলে দূরে যাবে ঘুম ঘোর ॥

৮৩

আর শিশু বলে ভাই তা নয় তা নয়।
রাধা রাধা করি হলো অচেতন,
শ্রবণবিবরে কর উচ্চারণ,
জয় রাধা রাধা নাম উঠিবে নিশ্চয় ॥

৮৪

সব শিশু মিলি তবে ডাকে উচ্চরবে।
উঠরে নিমাই উঠরে নিমাই,
অই এলো রাধা দেখ ওরে ভাই,
মেলয়ে নয়ন দেখ পরাণ জুড়াবে ॥

৮৫

রাধা নাম যেই তার কাণে প্রবেশিল।
হুঙ্কারি নিমাই গর্জ্জিয়া উঠিল,
রাধা এস বলি নাচিতে লাগিল,
নিমায়ের ভাব দেখে সবাই মোহিল ॥

৮৬

তবে শিশুগণ বলে ভাই রে নিমাই।
কেন তুমি ওরে হোলে অচেতন,
রাধা রাধা বলি বলরে এখন,
কেন বা এ ভাব মনে হোলো তোর ভাই ॥

৮৭

নিমাই কহিছে শুন পূর্ব্ব বিবরণ।
সে দ্বাপর যুগে নন্দের ভবনে,
আমি কৃষ্ণ রূপে বৃন্দাবন বনে,
ছুলেছিনু রাধাসহ লয়ে সখীগণ ॥

৮৮

দুলিতে দুলিতে ভাই মনে পড়ি গেল।
আমার বিরহে সেখানে রাধার,
পড়েছিল আহা আঁখি জল তাঁর,
সে ভাব ভাবিতে ভাই মোহ এসে গেল ॥

৮৯

কোন শিশু বলে ভাই রাসলীলা কর।
শুনিয়ে নিমাই বলিছে তখন,
সবে মিলি কর তার আয়োজন,
দেখাব এখনি আমি রাস মনোহর ॥

৯০

আন শিখিপুচ্ছ আর মোহন মুরলী।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমে সাজি সেই সাজে,
দেখাব সে লীলা রাখালের সাজে,
রাধিকা ললিতা হও সব সখী মিলি॥

৯১

ইঙ্গিতে বালক সব করি আয়োজন।
শিখিপুচ্ছ শিরে মোহন মুরলী,
দিল তার করে হোয়ে কুতূহলী,
কটিতটে দিল ধড়া মোহন কেমন॥

৯২

সযতনে দিল সবে নূপুর চরণে।
কেহ রাধা সাজে কেহ বা ললিতা,
বিশাখা ভাবিনী কেহ প্রিয়ব্রতা,
নিমায়ের প্রেমে সবে মাতিল সেখানে॥

৯৩

রাধা বামে করি দোলে দুলিছে নিমাই।
সখীগণ সাথে মনোহর বেশে,
বলে শুন সবে আমি কৃষ্ণ বেশে,
দুলেছিনু বৃন্দাবনে এই ভাবে ভাই॥

৯৪

দ্বাপরের ব্রজভাব সুন্দর কেমন।
রাধা রাধা বল বল সবে মিলি,
দিয়ে করতালী এই দোলে দুলি,
রাধা ধ্যানে আজি হবে সফল জীবন॥

৯৫

দেবের দুর্লভ ধন দুলিছে দেখিয়া।
আইল আকাশে অমর-নিকর,
যক্ষ রক্ষ সবে বসি থরে থর,
পুষ্প বৃষ্টি করে তারা হরিষ হইয়া॥

৯৬

অলক্ষে শুনিছে সবে সুন্দর বাজন।
শঙ্খ ঘণ্টা রোল বেণু বীণা বাজে,
কেহ না দেখিছে কোথা বা তা বাজে,
সবাই মোহিত শুনি সুন্দর বাজন॥

৯৭

নিমু বলে কৃষ্ণরূপ ভাব নিরন্তর।
যুগে যুগে আমি হই অবতার,
করিতে উদ্ধার পৃথিবীর ভার,
দেখ মোর কৃষ্ণ লীলা কিবা মনোহর॥

৯৮

প্রবীণ যুবক সেথা কত বা আসিল।
নিমায়ের লীলা দেখে আঁখি ভোরে,
কেহ ব্রহ্মজ্ঞানে প্রণমে তাঁহারে,
অলক্ষে বাজনা শুনি সবাই মোহিল॥

৯৯

দিবা অবসান দেখি ভাঙ্গি খেলা ধূলা।
নিজ নিজ গৃহে চলিছে সবাই,
হরি হরি বলি চলিছে নিমাই,
শেষ করি কৃষ্ণাবেশে রাধা প্রেমলীলা॥

ইতি শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় বাল্যলীলায় ঈশ্বরত্ব পরিচয় নাম পঞ্চম সর্গ।

ষষ্ঠ সর্গ।

পৌগণ্ডলীলা।

১

বিদ্যা শিখিবার কাল ক্রমশঃ হইল।
দেখিয়া তা শচী পাঠায় কুমারে,
গুরু কাছে বিদ্যা শিখিবার তরে,
পাঠশালে দিয়ে সুত সদাই চঞ্চল॥

২

অমানুষী মেধা গুণে শিখিল সকল।
আঙ্ক আঙ্ক আদি সে আঠার ফলা,
শিখে অল্পদিনে শিশু পূর্ণকলা,
পাঠশালা বিদ্যা সারা ছমাসে হইল॥

৩

ব্যাকরণ শিখাইতে করিয়া মনন।
গঙ্গাদাস কাছে পাঠায় নন্দন,
অল্প দিনে শেষ করি ব্যাকরণ,
নিমায়ের যশোগুণ হইল ঘোষণ॥

৪

নিমায়ের সমপাঠী নিমায়ের সাথে।
পারে না পড়িতে আর তারা কেহ,
বৃথা শ্রম সবে করে অহরহ,
কভু কি পঙ্গুর সাধ্য গিরিরে লঙ্ঘিতে॥

৫

বিশ্বম্ভর কাছে শেষে মানি পরাজয়।
অধ্যাপক জ্ঞানে সকলে তখন,
পাঠ চাহে তারা করিয়া যতন,
যশের সৌরভে নিমু পাইল বিজয়॥

৬

নবম বৎসর তার বয়ঃক্রম দেখি।
পুত্রোপনয়ন করিয়া মনন,
বিবিধ বিধানে করি আয়োজন,
যজ্ঞসূত্র দেন মিশ্র শুভদিন দেখি॥

৭

ব্রহ্মচর্য্য শেষে কাব্য সাহিত্যাদি পড়ি।
স্মৃতি ন্যায় বেদ সাংখ্য পতঞ্জলি,
ভাগবত আদি সব শাস্ত্র গুলি,
পড়িয়া নিমাই হোলো পণ্ডিত-কেশরী॥

৮

গঙ্গাস্নানে যান যবে সতীর্থ মিলিয়া।
সকলের সাথে শাস্ত্রের প্রসঙ্গে,
গঙ্গাস্নান পথে যান অতিরঙ্গে,
মনের হরিষে নানা আলাপ করিয়ে॥

৯

গঙ্গা দেখি পুলকিত হাসিতে হাসিতে।
কহিছে নিমাই সুর-তরঙ্গিনী,
ওগো ভাগীরথী, হোয়ে প্রবাহিণী,
চলেছ সাগর পথে ছুটিতে ছুটিতে

১০

জান কি কারণ সতী জনম তোমার।
তোমার উদ্ভব আমার চরণে,
প্রাচীন সে কথা নাহি বুঝি মনে,
ওগো প্রবাহিণী তুমি দুহিতা আমার॥

১১

বলিব সে কথা তোরে শুনগো শ্রবণে।
ব্রহ্মলোকে যবে দেবগণ সাথে,
বসেছিনু আমি সংগীত শুনিতে,
সেই দিনে জনমিলে তুমি গো সেখানে॥

১২

দেব গণপতি আসি মৃদঙ্গ বাজায়।
সপ্তস্বর বাঁধি করি তান লয়,
মধুর ঝঙ্কারে নীলকণ্ঠ গায়,
আপনি মাতিয়া গানে সকলে মাতায়॥

১৩

মূর্ত্তিমতী মূর্ত্তিমান সবাই আসিল।
ছত্রিশ রাগিণী ক্রমে ছয়রাগ,
বাড়িল পুলক কিবা অনুরাগ,
আহা সেই হরগানে সবাই মোহিল॥

১৪

মনের হরিষে আহা গাইছে মহেশ।
একে একে সবে করতালি দিয়ে,
নাচিছে রাগিণী মূর্ত্তিমতী হোয়ে,
ভাবিলে সে ভাব হয় মোহের আবেশ॥

১৫

তার পর বলি শুন অপূর্ব্ব কাহিনী।
ব্রহ্মশক্তি আসি আমাতে মিশিল,
শক্তি সহ মিলি পুলক হইল,
গভীর নিশীথে শুনি বেহাগ রাগিণী॥

১৬

উমাকণ্ঠ কলকণ্ঠে মম গুণগান।
সে মধুর স্বরে পূরিল বিমান,
ধরণী পাতাল পুলক পরাণ,
হইল সকলে শুনি সে মধুর তান॥

১৭

মহেশের গান শুনি পৃথিবী ছুলিছে।
কেহ তো জানে না কেন সে ছুলিছে,
বুঝি গূঢ় হেতু কিছু তার আছে,
তাই সেই মুগ্ধ হোয়ে এ ভাবে ছুলিছে॥

১৮

এই গানে হবে কলি-কলুষনাশিনী।
তাই হেলেছুলে হোয়ে উন্মাদিনী,
মনের হরিষে ছুলিছে আপনি,
মহেশের গান শুনি বিভোর মেদিনী॥

১৯

নিগূঢ় সে তত্ত্ব আরো অনন্ত নাচিছে।
হরিগুণ গান শুনি হরমুখে,
আপনি নাচিছে আপনার সুখে,
শিরে আছে ধরা তার তাই সে ছুলিছে॥

২০

ব্রহ্মাদি অমর সবে মোহিত হইল।
সে মধুর গানে আমি বিমোহিত,
শুনি তান লয় প্রেমে বিগলিত—
হোলো, ব্রহ্মলোকে মম চরণযুগল ॥

২১

কমলজ কমণ্ডলু আনিয়া যতনে।
পূরিল সে বারি, জানিলেন ধ্যানে,
ত্রিলোকের পাপ গঙ্গা অভিধানে,
নাশিবেন ইনি আহা কলি আগমনে ॥

২২

পূর্ব্ব পিতামহগণে উদ্ধার মানসে।
ব্রহ্মার তপস্যা ভগীরথ করি,
আনিল ধরায় কমণ্ডলু বারি,
যবে ছিলে নিভৃতে সে পিতামহ বাসে ॥

২৩

ত্রিধারা হইয়া স্বর্গে মন্দাকিনী নামে ;
আছ অভিহিত, তুমি ভোগবতী,
সে পাতালপুরে, তুমি ভাগীরথী,
কলি-কলুষনাশিনী এই মর্ত্ত্য ভূমে ॥

২৪

কোটি জনমের পাপ হর তুমি সতী।
গঙ্গা গঙ্গা বলি যে ডাকে তোমারে,
তার মৃত্যুকালে যমদূত ডরে,
না যায় তাহার কাছে ভয়ে ভীত অতি ॥

২৫

ঘোর পাপী কি নারকী পুণ্যবান জন।
নাহিক নিকটে প্রভেদ তোমার,
তাই তব সতী মহিমা প্রচার,
করিতেছে একতানে নিখিল ভুবন॥

২৬

অন্তকের সে দারুণ ক্রূর অত্যাচার।
হয় না সহিতে জীবনান্তে আর,
যে জন শরণ লয়গো তোমার,
কলিকালে তুমি তরি ভব-পারাবার॥

২৭

অস্থি মাংস কেশ কার যদি তব জলে।
দৈবযোগে পড়ে চতুর্ভুজ হোয়ে,
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম হস্ত হোয়ে,
রথে চড়ি মম বাসে যায় অবহেলে॥

২৮

মম অবতার নাহি হোতো প্রয়োজন।
যদি রে মানব পুলক অন্তরে,
গঙ্গা গঙ্গা বলি ডাকিত গো তোরে,
জীবন সময়ে কিবা মৃত্যুকালে তার॥

২৯

পাপিষ্ঠ দুরন্ত নর ভ্রমে নাহি লয়।
মুখে তব নাম কিবা হরি হরি,
তরিতে সে সবে তাই অবতরি,
এসেছি মরতে হোয়ে শচীর তনয়॥

৩০

পাছে কলুষিত হও পাপী পরশিলে।
তাইতে এসেছি আমি নরবেশে,
রবে চিরকাল আমার পরশে,
পতিতপাবনী হোয়ে অবনীমণ্ডলে॥

৩১

পরশিবে তব জল যেবা ভক্তিভাবে।
কলির কলুষ নাহি রবে আর,
চরমে পরম গতি হ'বে তার,
এই আশীর্ব্বাদ মম নিশ্চয় জানিবে॥

৩২

গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম যে জন বলিবে।
জ্ঞান ভক্তি যোগে আসি তব তীরে,
তার মৃত্যু হোলে যাবে দিব্যপুরে,
এই সে পরম গতি কলির জানিবে॥

৩৩

এই তো কহিনু ওগো সুর মনোরমে।
জনম মাহাত্ম্য যা কিছু তোমার,
ভাবি দেখ মনে দুহিতা আমার,
ছিলে কি না তুমি সতী সেই ব্রহ্মধামে॥

৩৪

গোলোক আবেশ পুনঃ নিমায়ে আসিল।
কিছুক্ষণ পরে সঙ্গিগণে বলে,
এস করি স্নান প্রসন্ন সলিলে,
স্নানতরে সবে মিলি গঙ্গাতে নামিল॥

৩৫

বালক স্বভাব সেই চপলতা গুণে।
গঙ্গাস্নান কালে সঙ্গিগণে মিলি,
গঙ্গাজল লয়ে করে হুলাহুলি,
জল ছিটা লাগে কত প্রবীন বদনে॥

৩৬

বিরক্ত হইয়া তারা কত কথা কয়।
ছিছি রে নিমাই লেখা পড়া শিখি,
পণ্ডিত হইয়া বল এ রীতি কি,
সন্ধ্যা পূজা কালে বাধা সহা নাহি যায়॥

৩৭

প্রমত্ত নিমাই হায় না শুনে বারণ।
বারণ করিলে দ্বিগুণ বাড়ায়,
অস্থির সকলে তাহার জ্বালায়,
মুখ দেখি কিন্তু তারা সব ভুলি যায়॥

৩৮

কেহ বা পূজিছে শিব নয়ন মুদিয়া।
নিমাই সেখানে দ্রুতবেগে এসে,
নৈবেদ্য প্রভৃতি মুখে তুলে বসে,
এই ভাবে তুলে সবে বিরক্ত করিয়া॥

৩৯

জিজ্ঞাসিলে দেয় তার উত্তর সুন্দর।
মুদিয়া নয়ন নিবেদিলে মোরে,
তবে কেন পুনঃ বিরক্তি অন্তরে,
গ্রহণ করিলে আমি যে বস্তু আমার॥

৪০

কেহ ইষ্ট জানে, কেহ পাগল বলিয়া।
মুখ দেখে শেষে সব ভুলি যায়,
পূজা অবশেষে হাতে তুলি দেয়,
কিবা ভাগ্যধর সেই ভাব বিচারিয়া॥

৪১

মনোমত পতি লাভে কুমারী সকল।
একমনে ভাবে হরগৌরী রূপে,
সেথানে নিমাই আসি চুপে চুপে,
বলে যাও ঘরে হবে কামনা সফল॥

৪২

এইমত এইভাবে প্রকট বিহারে।
লীলা করে হায় ফণীন্দ্র-বাঞ্ছিত,
বিরিঞ্চি-সেবিত দেব শচীসুত,
ধরামরাবতী এই নদীয়া নগরে॥

৪৩

এইমত গঙ্গাস্নান করিয়া হরিষে।
আসিল নিমাই আপনার ঘরে,
প্রতিবেশী কেহ আসি ধীরে ধীরে,
দুরন্ত নিমাই কহে শচী কাছে এসে॥

ইতি শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় পৌগণ্ডলীলায় গঙ্গাস্নানে ঈশ্বরত্ব পরিচয় ও গঙ্গামাহাত্ম্য নাম ষষ্ঠ সর্গ।

সপ্তম সর্গ।

সংসার।

১

কাল সহকারে শুন, দৈবের ঘটন।
অরে জগন্নাথ হলেন পীড়িত,
জীবনে হতাশ কালকবলিত,
দেখি তাহা শচীদেবী করেন রোদন॥

২

বিশ্বম্ভরে কোলে করি পড়ে অশ্রুজল।
পিতৃহীন হ'লো নিমাই আমার,
বলিয়া হায়রে করে হাহাকার,
শিরে করাঘাত করি ছিঁড়েন কুন্তল॥

৩

নিমাই প্রবোধ দেন মায়েরে তখন।
শুনগো জননী কি ফল রোদনে,
নিয়তি লিখিত পূর্ণ কাল জেনে,
বিধি অনুজ্ঞায় হরে পিতারে শমন॥

৪

ধরাধামে নাহি কোন প্রবল শাসন।
যে পারে রাখিতে কালপূর্ণ জনে—
মৃত্যুমুখ হ'তে, কি ফল রোদনে,
তাই বলি জননী গো কোরোনা রোদন॥

৫

মৃত তরে শোক করা শাস্ত্রের বারণ।
শুন গো জননী শোকে অধোগতি,
শোকে হয় তার নিরয়ে বসতি,
বৃথা শোক তবে কেন কর অকারণ॥

৬

মায়েরে বুঝায়ে তবে প্রবোধ বচনে।
শাস্ত্রমতে শব ল'য়ে গঙ্গাতীরে,
দাহ আদি করি আসি ঘরে ফিরে,
দশদিন প্রেতাশৌচে করিলা যাপন॥

৭

বৃষোৎসর্গ আদি করি ব্রাহ্মণ ভোজন।
আনন্দে নিমাই পিতার উদ্দেশে,
কুটুম্ব বিদায় করি সব শেষে,
কাল্পনিক শোক তাপে কাটান জীবন॥

৮

নানামত মিষ্টভাষে প্রবোধেন মায়।
সংসার অলীক কলত্র বান্ধব,
সোদর নন্দন মিথ্যা সমুদয়,
কৃষ্ণধ্যান ভিন্ন আর নাহিক উপায়॥

৯

কালের কুটিল গতি কে বুঝিতে পারে।
কাল সহকারে সব শোক যায়,
হোলেন সংসারী শচী পুনরায়,
মহামায়া মোহবশে ভুলে শোক ভারে॥

১০

কিছু দিন পরে নিমু করিলা বিচার।
চতুষ্পাঠী করি ছাত্রেরে লইয়া,
বিমল জ্ঞানেতে সবে জ্ঞান দিয়া,
দিন দিন হোলো তাঁর নামের প্রচার॥

১১

প্রাতে অধ্যাপনা তরে চতুষ্পাঠী যান।
জ্ঞানের গৌরবে ছাত্র সব লয়ে,
কুতর্ক কাটিয়ে কৃষ্ণকথা কয়ে,
শিষ্য হৃদি ক্ষেত্রে দেন কৃষ্ণ নাম জ্ঞান॥

১২

মধ্যাহ্নে সশিষ্যে যান গঙ্গাস্নান তরে।
মিষ্ট আলাপনে তুষেন সকলে,
মত্ত প্রেমভরে সদা হরি বলে,
সবে মুগ্ধ হোলো, হেরি মুগ্ধ বিশ্বম্ভরে॥

১৩

বাল্যকালে ছিল নিমু দুরন্ত চপল।
নবদ্বীপবাসী ভাবে মনে মনে,
তিরোহিত এবে জ্ঞানের কিরণে,
নিমায়ের বাল্য দোষ ছিল যে সকল॥

১৪

একদিন স্নানকালে জাহ্নবী সলিলে।
নিমাই পাগল করি দরশন,
রমণীরতন স্নানের কারণ,
আসিয়াছে সেই ঘাটে সখীগণ মিলে॥

১৫

বল্লভ আচার্য্যসুতা, নাম লক্ষ্মীপ্রিয়া।
জানি অবশেষ আসি নিজ ঘরে,
রহেন নিমাই বিরস অন্তরে,
ভোজনে শয়নে রহে কাতর হইয়া॥

১৬

বয়স্ত সকলে তবে জিজ্ঞাসে নিমাই।
হবে কি আমার হেন সুখ দিন,
পাব সে রমণী তুলনা বিহীন,
জীবন বিফল যদি সে ধনে না পাই॥

১৭

যদিচ বয়স্তগণে জিজ্ঞাসে এমন।
কিন্তু অন্তর্যামী জানেন অন্তরে,
দ্বাপরে রুক্মিণী নদীয়া নগরে,
লক্ষ্মীপ্রিয়া নাম, জন্ম তাঁহার কারণ॥

১৮

কাল সহকারে তাঁর লক্ষ্মীপ্রিয়া সনে।
বিবিধ উৎসবে হ'লো পরিণয়,
নববধূ লয়ে হোলেন উদয়,
শচীগৃহে আসি নমে মায়ের চরণে॥

১৯

জগতে দম্পতি প্রেম মধুর কেমন।
উপমা তাহার এই ধরাতলে,
আছে বা কোথায় মিলে কোন স্থলে,
প্রেমগুণে হয় মর্ত্ত্যে স্বর্গ বিরচন॥

২০

প্রতিদিন অধ্যাপনা পুলক অন্তরে।
সঙ্গিগণ ল’য়ে শাস্ত্রের প্রসঙ্গে,
কৃষ্ণগুণ গানে নাচি হাসি রঙ্গে,
আসেন চলিয়া প্রভু আপনার ঘরে॥

২১

শচীরে প্রণমি আসি শয়ন মন্দিরে।
গভীর নিশীথে প্রেম আলাপনে,
নারী-শিরোমণি লক্ষ্মীপ্রিয়া সনে,
নিমাই যাপেন নিশি পুলক অন্তরে॥

২২

এইরূপে এই ভাবে কত দিন যায়।
নাহি পারাবার আনন্দের আর,
পুত্র বধূ ল’য়ে শচীর আমার,
মনসুখে স্নেহভরে জীবন কাটায়॥

২৩

পিতৃ-পুণ্যতীর্থ দেশ শ্রীহট্ট দেখিতে।
নিমায়ের শেষে হ’লো সাধ মনে,
প্রণমি পুলকে মায়ের চরণে,
প্রিয়ভাষে তুষি প্রিয়া চলেন ত্বরিতে॥

২৪

শ্রীহট্টে দেখেন গিয়া পিতামহ বাস।
মনের হরিষে নমি পিতামহী,
তাঁর কাছে তবে কিছু দিন রহি,
কৃষ্ণনাম দিয়া তাঁরে ছাড়ে পূর্ব্ব দেশ॥

২৫

ঘরে ফিরে আসি শুনে প্রিয়ার বিয়োগ।
দেখেন কাতরা পুত্রবধূ তরে,
আছেন জননী বিচারি অন্তরে,
সান্ত্বনা করেন মায়ে দিয়া জ্ঞানযোগ ॥

২৬

প্রিয়ার বিয়োগে সদা অন্তর বিরস।
নাহি সুখলেশ বৃথা এ সংসার,
ভাবে নিরন্তর নাহি রব আর,
গৃহ ছাড়ি যাব আমি করিব সন্ন্যাস ॥

২৭

গৃহশূন্য দেখে শচী হইয়া কাতর।
বিবাহের তরে করি আয়োজন,
ঘরেতে আনিল রমণীরতন,
বিষ্ণুপ্রিয়া (শ্রীরাধিকা) রূপের আকর ॥

২৮

পুনরায় শচী গৃহ হইল উজল।
বধূ ল'য়ে শচী যাপেন হরিষে,
কিন্তু সে নিমাই ঘরে নাহি আসে,
দিনে দিনে মন তার হইল চঞ্চল ॥

২৯

বৎসর অতীত দেখি পিতৃকার্য্য তরে।
পিতৃপিণ্ড দিতে যান গয়াধামে,
পিণ্ডদান করি পিতৃ-আদি নামে,
মনের হরিষে ফিরে গয়ার ভিতরে ॥

৩০

গয়াধামে বিশ্বম্ভর ফিরি নানা স্থানে।
এক তীর্থে দেখে যতি মনোহর,
কিবা তেজোময় শরীর তাঁহার,
পুলকে চমকে তাঁরে দেখিয়া নয়নে॥

৩১

সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি মনের হরিষে।
আজি ভাগ্যফলে দেখা তব সনে,
সফল জনম আমার এক্ষণে,
বলি বিশ্বম্ভর আহা আঁখি জলে ভাসে॥

৩২

দেখিয়া ঈশ্বরপুরী দেব বিশ্বম্ভরে।
বলিছে তখন অপার আনন্দে,
আজি দেখিলাম দেব নিত্যানন্দে,
সফল জনম মম এত দিন পরে॥

৩৩

কহিছেন বিশ্বম্ভর সম্ভাষি তাঁহারে।
দীক্ষা দেহ মোরে এই নিবেদন,
তোমার সেবক হইতে মনন,
করিলাম আমি দেব, শিষ্য কর মোরে॥

৩৪

শুনিয়া ঈশ্বরপুরী পরম যতনে।
বলেন ঈশ্বরে দিব মন্ত্র আমি,
কিন্তু হে দেখাবে সেই রূপ তুমি,
ষড়ভুজ মূর্ত্তি তব আমারে এখানে॥

৩৫

প্রেমে পুলকিত হ'য়ে পুরী মন্ত্র দিল।
রাধাকৃষ্ণ বীজ শ্রবণ বিবরে,
মূর্চ্ছিত হইয়ে পড়ে ধরাপরে,
ভাবে তনু টলমল করে আলিঙ্গন॥

৩৬

ত্রিযুগ মুরতি তাঁর দেখান পুরীরে।
ঊর্দ্ধ দুই করে ধনুর্ব্বাণ ধরি,
মধ্য দুই করে মোহন বাঁশরী,
দণ্ড কমণ্ডলু রাখে নিম্ন দুই করে॥

৩৭

প্রেমে বিগলিত পুরী ঝরে আঁখিধার।
পুলক অন্তর দেখি রূপ তাঁর,
হরিষে প্রণাম করে বারবার,
আলিঙ্গিয়া শেষে করে বন্দনা তাঁহার॥

৩৮

উভয়ে বিদায় চাহি উভয়ের পাশে।
অন্তর পুলকে চলে নিজ ঘরে,
মন্ত্র লাভ করি কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে,
আসিলেন নিজ ঘরে মনের হরিষে॥

৩৯

গৃহে আসি ছাড়িলেন সব অধ্যাপনা।
উন্মাদ আকার কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি,
দিবানিশি নাচে দিয়ে করতালী,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বিনা আর অন্য কথা কন্ না॥

৪০

ক্রমেতে শুনেন শচী নিমায়ের কথা।
ঘরে না রহিবে   সন্ন্যাস করিবে,
নবদ্বীপ ছাড়ি   জগন্নাথ যাবে,
অরুণ বসন পরি মুড়াইবে মাথা॥

৪১

অধ্যাপনা ছাড়ি শেষ হরি হরি বলি।
শ্রীবাসের গৃহে   বসিয়ে নিমাই,
ভক্ত সহ মিলে   হরি গুণ গাই,
নাচে গায় হাসে কাঁদে হ'য়ে কুতূহলী॥

৪২

নিমায়ের ভাব দেখি প্রতিবেশিগণ।
চিন্তিত সকলে   বলে কি হইল,
হরি হরি বলি   নিমাই ক্ষেপিল,
নিমায়ের পড়া শুনা হোলো অকারণ॥

৪৩

নিমাই শুনিয়া কাণে হাসি হাসি বলে।
ক্ষেপি নাই আমি   শুনহে সকলে,
মনের হরিষে   হরি হরি ব'লে,
পাপী জীবে মুক্তি দিব হরিনাম বলে॥

ইতি শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় সংসারযাত্রা নাম সপ্তম সর্গ।

অষ্টম সর্গ।

নগরকীর্ত্তন ও উপদেশ।

যুগধর্ম্ম দেব নিমাই তখন—
একে একে ভক্তে করেন স্মরণ।
গদাধর গোপীনাথ সে শ্রীবাস—
সবাই আসিল নিমায়ের পাশ।
মুরারি রামাই ভক্ত শুক্লাম্বর—
বৈদ্য নরহরি পণ্ডিত শ্রীধর।
সবাই মিলিয়া শ্রীবাসের বাসে—
নিমায়ের সাথে নাচে গায় হাসে।
কৃষ্ণ কথা কয় কৃষ্ণ নাম গান—
কৃষ্ণ বিনা আর নাহি কিছু জ্ঞান।
হরি নামে সবাই মাতিল॥

আসিল অদ্বৈত বৈষ্ণব প্রধান—
নিরবধি করে হরিগুণ গান।
হরি নাম বিনা জানেনাকো আর—
হরি নাম তরি ভব পারাবার।
হরি নাম জানি কলির ঔষধি—
তাই সেই নাম জপে নিরবধি।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি—
নাচিতে নাচিতে হোয়ে কুতূহলী।

নিমায়ের সাথে মিলন মানসে—
অদ্বৈত আসিল শ্রীবাসের বাসে।
ভক্তগণসহ দেখিল নয়নে—
রাধা রূপ মাখা শচীর নন্দনে।
চৌদিকে তাঁহার ভক্তগণ মিলি—
নাচিছে গাইছে দিয়ে করতালী।
মনের হরিষে নিমায়ের কাছে—
হরি হরি বলি সবাই নাচিছে।
হরি নামে সবাই পাগল ॥

অদ্বৈত আইল অন্তরে জানিয়া—
হুঙ্কারি নিমাই উঠিল নাচিয়া।
আদরে নিমাই প্রণমে তাঁহারে—
কি কর বলিয়া ধরে তার করে।
অদ্বৈত বলিছে তব যোগ্য নয়—
আমারে প্রণাম ওহে বিশ্বময়।
আমারে ছলনা কেন হে করিছ—
কুটিল স্বভাব এখনো রাখিছ।
ত্রিযুগ স্বভাব কেন না ভুলিছ—
মায়াতে আবার আমারে মোহিছ।
জানি হরি তুমি সে গোলোক ছাড়ি—
এসেছ মরতে নররূপ ধরি।
রাধা ঋণে বাঁধা তুমি ব্রজপুরে—
সে ঋণ শুধিতে গৌর রূপ ধরে।

বাহু পসারিয়া রাধা রাধা বলি—
রাধার আরাধ্য তুমি বনমালী।
বিলাইছ হরি নাম ভবে॥

কি সুন্দর ভাব অদ্বৈত মিলন—
নাহি বুঝে কেহ গুহ্য বিবরণ।
ইঙ্গিতে উভয়ে করিয়া প্রণাম—
ঘোর নাদে করে সবে হরি নাম।
হরি হরি ব'লে মাতিল সবাই—
মাতিল অদ্বৈত মাতিল নিমাই।
মাতিল নদীয়া হরি নাম রবে—
কাঁপে কলি হৃদি সে ভীষণ রবে।
নাচিছে ধার্ম্মিক ঊর্দ্ধবাহু হ'য়ে—
নাচিছে বালক বাজনা শুনিয়ে।
হরি নাম গুণে ভক্তি পাবে সবে—
নামের মাহাত্ম্যে কলির ঘুচিবে।
পাপের রাজত্ব বিফল সকল—
কলি মনোরথ হবে টলমল।
হরি নাম গুণে ভবরোগ যাবে—
হরি হরি বলি সে পাপী তরিবে।
নাম গুণে পাপি-তাপ যাবে॥

গাইছে অদ্বৈতে সব ভক্তগণ—
হরি হরি বলি করে সংকীর্ত্তন।

বাহু তুলে নাচি বলে আয় আয়—
সুধার ভাণ্ডার নিমাই বিলায়।
পান কর সুধা না রহিবে আর—
ভব ক্ষুধা দূর হবে রে এবার।
দেখ্ পাপী এসে আজি নদীয়ায়—
রাধা প্রেমে মাতি নিমাই বিলায়।
সুধামাখা হরি নাম সারি॥

প্রেমের উচ্ছ্বাসে সবাই নাচিছে—
খোল করতাল মৃদঙ্গ বাজিছে।
গৃহনারী সবে গৃহ কাজ ছাড়ি—
আইল শুনিতে হরি নাম সারি।
দেখিল নিমাই নাচে মনোহর—
সংকীর্ত্তন মাঝে ভাবেতে বিভোর।
রাধা রাধা বলি নাচে বাহু তুলে—
কভু নাম শুনি ভাসে আঁখি জলে।
আপনা হারায়ে ভূমেতে লুটায়—
হরি হরি বলে নাচে পুনরায়।
গোরা হাত ধরি অদ্বৈত নাচিছে—
ভাবে ডুবু ডুবু শ্রীহরি বলিছে।
নাচিছে শ্রীবাস নাচে গদাধর—
নাচিছে শ্রীধর নাচে শুক্লাম্বর।
পুতুলের মত দাঁড়ায়ে সবাই—
দেখিছে পুলকে নাচিছে নিমাই।

দেখিয়ে নিমায়ে ভাবের আবেশে—
প্রেমেতে গলিয়ে আঁখিজলে ভাসে।
কলির কল্মষ আঁখি জল হোয়ে—
হরিনাম গুণে যাইছে বহিয়ে।
কি মধুর ভাব বলিহারি॥

গাইছে অদ্বৈত কে আনিল ওরে—
সুধামাখা নাম সংসার ভিতরে।
এই নাম বৃক্ষে ফলে দুই ফল—
যার গুণে হয় কামনা সফল।
ভোগ মোক্ষ দেখ ছাড়াছাড়ি নয়—
হরি নাম গাছে এই ফল হয়।
ভক্তি রবি তাপে তাপে এই ফল—
নির্ম্মল সাধুর সঙ্গ এর জল।
হেলা করি ওরে হারাওনা আর—
এই হরিনাম তরি পারাবার।
প্রাণ ভরি সবে বল হরিনাম—
হরি হরি বল হবে পূর্ণ কাম।
বাহু তুলে বলে কে আসিবি আয়—
এসে দেখ চোকে কি ধন বিলায়।
শচীর দুলাল জয় রাধা বলি—
সংকীর্ত্তন মাঝে দিয়ে করতালী।
প্রেমের পুলকে নাচি নাচি গায়—
রসাবেশে কভু ভূমিতে লুটায়।

ভূমিতে লুটায়ে বলে আয় আয়—
পাপীর কাণ্ডারী দেখ গোরা রায়।
মুক্তহস্তে অই কি ধন বিলায়—
পাপী কলি জীবে সে নাম সুধায়।
প্রাণ ভরি এস পান কর॥

এই ভাবে দিন দিন নাচে গায়—
শ্রীবাসের বাসে শচীর তনয়।
দিক দিক হোতে আসে ভক্তগণ—
শুনিতে সবাই হরি সংকীর্ত্তন।
শ্রীবাস অঙ্গনে দেখ কি বাহার—
যেই দেখে তার লাগে চমৎকার।
পাগল মুরারি পাগল রামাই—
শ্রীবাস শ্রীধর পাগল সবাই।
নিমায়ের মুখে কৃষ্ণ নাম শুনি—
ভাবেতে মগন দিবস রজনী।
হরি হরি বলে শয়নে স্বপনে—
নাহিক বিরাম ভোজনে ভ্রমণে।
নিমু কল্পতরু বিলায় সবারে—
দেবের দুর্ল্লভ অমৃত ভাণ্ডারে।
নামের মাহাত্ম্যে হরি নাম বলে—
পাষণ্ড পামর এল দলে দলে।
নিমায়ের পদে করি প্রণিপাত—
কুতূহলে চলে সংকীর্ত্তন সাত।

প্রেমে বিগলিত নগর বাহিরে—
এরূপে নিমাই মনের হরিষে।
দিবস রজনী হরি নামে ভাসে—
হরিনামে পুলক অন্তর॥
মুরারির গৃহে হরি নাম তরে—
চলিছে নিমাই পুলক অন্তরে।
ত্রেতায় সেবক পবননন্দন—
তারে কৃপা তাঁর আছে অনুক্ষণ।
নাচিতে নাচিতে নিমাই সেথানে—
হরিষে আসিল লয়ে সঙ্গিগণে।
শ্রীরাম মূরতি অতি সংগোপনে—
ভাবিছে ধ্যানেতে আপনার মনে।
নবদূর্ব্বাদল জিনিয়া বরণ—
ঘনশ্যাম রাম মোহন কেমন।
মুরারির তৃপ্তি নাহি অন্য নামে
জানিয়া তা গান সেই রাম নামে।
জয় রাম রাম রাম হরে হরে—
এ নাম আনিল কে রে এ সংসারে।
রাম রাম করি কীর্ত্তনে গাইছে—
শুনি সেই নাম মুরারি নাচিছে।
নিমায়ের মুখে রাম নাম শুনি—
পুলক পরাণ উঠিল অমনি।
বাহু তুলে বলে কে গাইল হায়—
সে মধুর নাম গাও পুনরায়।

উচ্চৈঃস্বরে পুন গাইল আবার—
মধুর সে নাম কিবা চমৎকার।
গাইতে গাইতে শ্রীরাম আবেশে—
নিমাই গর্জ্জিল সবাই তরাসে।
কোথা রে লক্ষ্মণ হনুমান কোথা—
কোথা রে ভরত সে শত্রুঘ্ন কোথা।
রাবণে নিপাত কর রে আসিয়া—
পাষণ্ড পলায় জানকী হরিয়া।
রামাবেশে মোহ নিমায়ের হ'লো—
দেখিয়া মুরারি প্রেমে গলে গেল।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি সবাই গাইল—
কৃষ্ণ নাম শুনি নিমাই উঠিল।
মুরারির সাথে নাচিয়া নাচিয়া—
শ্রীবাসের বাসে চলিল গাইয়া।
সবে মাতি সেই সংকীর্ত্তনে॥

হেথা শুন করি তীর্থ পর্য্যটন—
ভ্রমে অনিবার যুবা একজন।
জনমি অমনি হুঙ্কার করিল—
ধরণী পাতাল কাঁপাইয়া দিল।
পিতা হাড়ো ওঝা অতি গুণধাম—
তার পুত্র ইনি নিত্যানন্দ নাম।
বাল্যকালে ইনি নিমায়ের মত—
সঙ্গিগণ লয়ে খেলেছেন কত।

লক্ষ্মণ আবেশে শক্তি শেল ধরি—
নিয়েছেন বুকে—বস্ত্র চুরি করি ;
গোপিকামণ্ডলে বলদেব ভাবে—
খেলিতেন ইনি সেই ব্রজভাবে।
হরি নামে সদা পুলক অন্তর—
নিমায়ের ইনি চির সহচর।
প্রেমের আবেশে নবীন বয়সে—
পিতা মাতা ছাড়ি ফিরে দেশে দেশে।
নবীন বয়স নবীন ভাবনা—
সকলি নবীন নবীন সাধনা।
নে প্রেম নে প্রেম বলি উচ্চরবে—
ডাকিতেছে অই পাপী তাপী জীবে।
আপনা হারায়ে হরি হরি বলি—
চলিছে তাপস হোয়ে কুতূহলী।
শিষ্য অগণন চলিছে কেমন—
গুরু পাছে পাছে করি সংকীর্ত্তন।
ধর্ম্মবীর ইনি নিমায়ের সাথী—
অনেক বৈষ্ণব হোয়েছে সংহতি।
নিমায়ের সাথে মিলন মানসে—
আজি রে নিতাই নদীয়ায় আসে।
হরি হরি বলিয়া বদনে॥

নিতাই আসিয়া পথে পথে গায়—
কোথা রে নিমাই আছরে কোথায়।

প্রাণের অধিক তুমি রে আমার—
এসেছি রে আমি তল্লাসে তোমার।
যেই দিনে ভাই আমি জনমেছি—
সেই দিন হোতে তোর খোঁজে আছি।
তোমার সন্ধানে গিয়া বৃন্দাবনে—
ফিরিলাম আমি সব বনে বনে।
সেই খানে আমি নাহি পেয়ে তোরে—
এসেছি খুঁজিতে নদীয়া নগরে।
প্রবীণ বালক করিছে প্রচার—
পথে পথে ভাই মহিমা তোমার।
কোথারে নিমাই কোথা রে আমার—
দেখা দিয়ে প্রাণ যুড়া রে আমার।
বলি পথে পথে ফিরে॥

শ্রীবাসের বাসে নিমাই এখানে—
আছে নিমগন হরি সংকীর্ত্তনে।
হেন কালে সেথা আসি একজন—
প্রণমি নিমায়ে বলিছে তখন।
যুবা একজন তোমারে খুঁজিছে—
ভাই কোথা বলি নিয়ত ডাকিছে।
বল শুনি জান কি তাহারে?

শুনিয়া অমনি বুঝিল নিমাই—
এসেছে আমার সে নিতাই ভাই।

চল হে শ্রীবাস আনি গিয়া তাঁরে—
প্রাণের অধিক সেই নিতায়েরে।
বলিতে বলিতে শুনিল হুঙ্কার—
হুঙ্কারে জানিল আগমন তাঁর।
চলে দ্বারে নিতায়ে দেখিতে॥

দেখি পুলকিত হইল নিমাই—
গলা ধরি বলে আয় ওরে ভাই।
কত দিন তোরে আমি দেখি নাই—
করে আলিঙ্গন মুখে কথা নাই।
দুজনার পানে দুজনে চাহিছে—
না সরে বচন সুধুই দেখিছে।
কতক্ষণ পরে দেব নিত্যানন্দ—
প্রণমে নিমায়ে পাইয়ে আনন্দ।
বলিছে কি কর তুমি জ্যেষ্ঠ ভাই—
আমি হে অনুজ তোমার নিমাই।
শাস্ত্রের বারণ কোরো না প্রণাম—
তুমি নিত্যানন্দ ব্রজের বলরাম।
পরে কোলাকোলি করিল উভয়ে—
মধুর আলাপ করিছে হাসিয়ে।
বলিছে নিতাই কত দিন রবে—
প্রাণের নিমাই তুমি এই ভবে।
গোলোকের পতি গোলোকভূষণ—
শূন্য পড়ি আছে গোলোক আসন।

ইঙ্গিতে এ সব দুজনাতে কয়—
দুজনার ভাব জানে দুজনায়।
আর কেহ না পারে বুঝিতে॥

নিমাই কহিছে শুন হে সবাই—
মম জ্যেষ্ঠ ইনি নাম সে নিতাই।
নিমায়ের মুখে শুনি পরিচয়—
শ্রীবাসাদি তাঁর পদধূলি লয়।
নিত্যানন্দ রূপ কিবা মনোহর—
দেখিয়ে সবাই হইল বিভোর।
নিতায়েরে লয়ে করে সঙ্কীর্ত্তন—
হরিনাম শুনি নাচিল তখন।
নিতাই অমনি দুই বাহু তুলে—
নিতায়ের নৃত্য দেখিয়া সকলে।
গদ গদ হ'ল ভক্তগণ॥

নিতাই বলিছে শুনহে সবাই—
চল সঙ্কীর্ত্তনে লইয়া নিমাই।
নগর বাহিরে নাচিয়ে নাচিয়ে—
হরি নাম গাই পাপীরে শুনায়ে।
অমনি আইল সঙ্কীর্ত্তনে সবে—
বাজিল মৃদঙ্গ সে ভৈরব রবে।
নাচিছে নিতাই দুই বাহু তুলে—
নিতায়ের ভাবে মোহিল সকলে।

গাইয়ে বলিছে পাপী তাপী জীবে—
কে আসিবি আয় হরি নাম গা'বে।
দিন তো ফুরাল আর বৃথা কেন—
আসিছে শিয়রে দেখনা শমন।
মুখে বল বল সবে হরি নাম—
হরি নাম গুণে যাবে নিত্যধাম।
পলাশ-কুসুম সুষমার মত—
এ সংসার সব জানিবে নিশ্চিত।
তাতে বৃথা মজোনা রে মন॥
আবার নিতাই সুমধুর স্বরে—
নিমায়েরে করি কীর্ত্তন ভিতরে।
গাইয়া বলিছে কে দেখিবি আয়—
গোলকের পতি এই গোরা রায়।
পাপী জীব তরে গোলোক ছাড়িয়ে—
এসেছে মরতে মানুষ হইয়ে।
শয়নে স্বপনে ভাব হে ইহাঁরে—
প্রেম পাবে যদি এই দয়া করে।
দয়ার সাগর নিমাই আমার—
চরণে শরণ লও রে ইহাঁর।
এ চরণ-তরি পাপীর কাণ্ডারী—
পাপি-পাপ যাবে বল হরি হরি।
এই কলিকালে হরি নাম নিলে—
সুখে দিন যাবে, যাবে অবহেলে।
হরিবাস সে বৈকুণ্ঠ পুরী॥

আবার গাইল নিতাই তখন—
এস সবে মিলি করি সঙ্কীর্ত্তন।
নিতায়ের গানে মোহিত সকলে—
পাষণ্ড পামর এল দলে দলে।
নাচে গায় বলিয়া শ্রীহরি॥

এবারে নিমাই সুমধুর তানে—
গাইতে লাগিল সেই সঙ্কীর্ত্তনে।
গাইছে নিমাই ঘোর উচ্চ রবে—
সকলি অসার জেনো এই ভবে।
প্রিয় পরিজন সোদর নন্দন—
জনক জননী রমণী রতন।
ভগিনী কুটুম্ব কেহ কার নয়—
যা কিছু দেখিছ সব মায়াময়।
নিশার স্বপন নিশ্চয় জানিবে—
সকলি অসার যা দেখিছ ভবে।
বদন ভরিয়ে প্রাণের সহিতে—
হরি নাম জপ বল বদনেতে।
কোরনা রে আর মিথ্যা প্রবঞ্চনা—
ছাড়ি হিংসা দ্বেষ, হরির অর্চ্চনা।
প্রাণ ভরি কর, লোভ মোহ ছাড়—
বৈরাগ্য আন রে প্রাণের ভিতর।
হবে পূর্ণকাম বল হরি নাম—
হরি নাম কর মিলিবে আরাম।

যবন চণ্ডাল এস সবে মিলি—
হরি ব'লে নাচি দিয়ে করতালী।
নাহিক প্রভেদ উত্তম অধমে—
তার কাছে যেই করে এই নামে।
হরি হরি বল প্রাণ ভরি॥

নিমারের সাথে নিতাই গাইল—
খোল করতাল মৃদঙ্গ বাজিল।
নগর বাহিরে গাইতে গাইতে—
চলিছে সকলে পুলকিত চিতে।
গাইল নিমাই ধরি উচ্চ তান—
ওরে অভিমানী সবে তুচ্ছ জ্ঞান।
দরিদ্র ও ধনী সবাই সমান—
সবে এক ভাব ত্যজ অভিমান।
তৃণ হোতে নীচ ভাব নিজে মনে—
হরি হরি বল পরম যতনে।
অন্তকের কাছে সকলে সমান—
ছোট বড় সবে তাঁর এক জ্ঞান।
হার বাজু বালা কিঙ্কিণী কঙ্কণ—
দূর করি ফেল সব আভরণ।
পবিত্র তুলসী মালা পর গলে—
সুন্দর তিলক ধর রে কপালে।
বালির শয্যায় তোমারে শোয়াবে—
স্বর্ণ অলঙ্কার কিছু নাহি দিবে।

এ তুলসী-মালা তব সঙ্গী হবে—
কাল এলে কালে সে সব ত্যজিবে।
যারে দেখ তারে এ নাম বিলাও—
চরমে পরম গতি যদি চাও।
রাধাকৃষ্ণ রূপ ভাব সদা চিতে—
অকৈতব ভাবে পাইবে দেখিতে।
সে মাধুরী কাছে কি আছে সংসারে—
জয় রাধাকৃষ্ণ বল প্রাণ ভোরে।
নামগুণে কলি রহিবে অন্তরে—
গাও এই নাম সবে প্রাণ ভোরে।
প্রাণ ভরি বল হরি হরি॥

আবার গাইল নিমাই আবার—
হরি নাম তরি ভব পারাবার।
শুধু নাম নিলে নাহিক মোচন—
ভক্তি বারি মূলে কর রে সেচন।
ভক্তি বিনা শ্রেয় নাহি হরি নামে—
ভক্তি সহযোগে জপ এই নামে।
হরির দিবস একাদশী দিনে—
ভক্তিভাবে হরি ভাব রে যতনে।
ভক্তিভাবে তুমি সে নাম জপিবে—
ভক্ত সঙ্গে তুমি নিরবধি রবে।
বিষয় বাসনা সব দূর করি—
ভক্তি সহযোগে বল হরি হরি।

শান্তির সোপান ভক্তি জেনো মনে—
ভক্তি ভাবে ভাব পাবে সেই ধনে।
কৃষ্ণনিন্দা কথা যেথানে হইবে—
যতনে সে স্থান তথনি ত্যজিবে।
নিমায়ের যশে পূরিল ভুবন—
নিমায়ের কাছে আসে ভক্তগণ।
নানা দিক হোতে একে একে আসে—
পাষণ্ড মজিয়া হরি নাম রসে।
চণ্ডাল যবন এসে দলে দলে—
নিমায়ের সাথে হরি হরি বলে।
হরি নামে ডুবিল সকলে॥

সঙ্গিগণ সাথে নগরকীর্ত্তন—
করিয়া নিমাই করিছে ভ্রমণ।
প্রহরেক নিশি হোলো এই ভাবে—
সবাই উন্মাদ নিমায়ের ভাবে।
হরি হরি বলি ভাঙ্গিল কীর্ত্তন—
নিজ নিজ বাসে চলিল তথন।
নিমাই নিতাই মনের হরিষে—
শ্রীবাসের বাসে রহেন উল্লাসে।
জয় রাধা রাধা রাধা বলে॥

ইতি শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলায় নগরকীর্ত্তন ও উপদেশ নাম অষ্টম সর্গ।

নবম সর্গ।



জগাই মাধাই উদ্ধার।

১

সংকীর্ত্তনে মাতি সবে আছে মনসুখে।
একদিন বিশ্বম্ভর বিচারিয়া মনে,
সম্বোধি মধুর স্বরে যাও প্রতি ঘরে ঘরে,
হরি নাম বিলাইতে কহে সঙ্গিগণে,
যারে দেখ বল তারে হরি বল মুখে॥

২

যাওহে নিতাই ভাই নদীয়া নগরে।
হরিদাসে সঙ্গে করি মনের হরিষে,
প্রত্যহ প্রভাতে যাও বল হরি নাম লও,
এই ভিক্ষা চাও সবে মনের উল্লাসে,
সায়াহ্নে কি ফল হয় বলিবে আমারে॥

৩

নিমায়ের আজ্ঞা শুনি নিতাই তখন।
মনসুখে হরিদাসে সঙ্গে করি চলে,
যারে দেখে বলে তারে হরি বল প্রাণ ভোরে,
উদ্ধার নাহিক এই নাম নাহি নিলে,
ভক্তিভাবে কর এই নাম উচ্চারণ॥

৪

নিতায়ের ভিক্ষা শুনি কেহ নাম লয়।
কেহ বা পাগল বলে কেহ দেখি হাসে,
দেয় কেহ গালাগালি তোরাও পাগল হলি,
জঘন্য সে নিমায়ের পাপ দলে মিশে,
এখনো রে ভাল হবি ছাড়্‌রে নিমায়॥

৫

শুনিয়া নিতাই হাসি করিছে উত্তর।
পাগল হোয়েছি বটে পাগলের সাথে,
পাগল মানুষ নয় সে যে দেবতা নিশ্চয়,
আমরা পাগল হোলে কিবা ক্ষতি তাতে,
পাগলের সঙ্গে মিলে হরি নাম কর॥

৬

পাষণ্ডীরা বলে যাও নাহি প্রয়োজন।
বৃথা কথায় এখানে যাও ফিরে ঘরে,
জগাই মাধাই আছে যেন গিয়ে তার কাছে,
বলো না এ সব কথা পাগলামী কোরে,
তা হোলে উচিত শিক্ষা পাবে সেইখানে॥

৭

শুনিয়া নিতাই হাসি বলে হরিদাসে।
চল যাই কোথা আছে জগাই মাধাই,
প্রেমের পুলকে চলে মুখে হরি হরি বলে,
দুজনে মধুর স্বরে হরি নাম গাই,
গাইতে গাইতে এলো মনের উল্লাসে॥

৮

জগায়ের গৃহ কাছে আসি দুইজন।
হরি হরি ব'লে দোঁহে নাচিতে লাগিল,
হরি নাম শুনি কাণে ক্রুধিল মাধাই প্রাণে,
বলিছে নির্ভয়ে এলি কে শিখায়ে দিল,
পলারে নতুবা প্রাণে মরিবি এখন॥

৯

মদে ঢুলু ঢুলু দোঁহে অরুণ লোচন।
না সরে বচন কারো টলিতে টলিতে,
বলে বাহির হইয়ে এখনো যারে পলায়ে,
যদি রে পামর তোরা না চাস্ মরিতে,
এখানেতে গোল কেন কর অকারণ॥

১০

জগাই মাধাই নামে কাঁপে রে সবাই।
সাহস তোদের দেখে যাই বলিহারি,
বল্ কার শিক্ষা পেয়ে এলি রে তোরা নির্ভয়ে,
শমনের গৃহ কাছে করি হরি হরি,
পলা রে মরিবি প্রাণে আজি রক্ষা নাই॥

১১

নিতাই বলিছে আজি শুনিলাম কাণে।
তোমরা দুভাই পাপী বিখ্যাত জগতে,
ব্রহ্মবধ নাহি মান কর গুর্ব্বিণী গমন,
দেব দ্বিজ হিংসা কর আসক্ত সুরাতে,
শুনি তাই নাম দিতে এসেছি এখানে॥

১২

ছাড় রে অসৎ পথ বল রে বদনে।
গাও সেই হরি নাম সুমধুর স্বরে,
বল মাধাই এ ভাবে আর কত দিন যাবে,
আসিছে কৃতান্ত তোর দেখ না দুয়ারে,
পাপ পথে বল ওরে আর আছ কেন॥

১৩

কুপথে কুমতে রত আছ চিরকাল।
দিন তো ফুরায়ে এলো বল হরি হরি,
তোদের পাপের কথা পারেনাকো লিখিতে তা,
চিত্রগুপ্ত চিত্রপট সে লেখনী ধরি,
এখনো বল রে হরি দূরে আছে কাল॥

১৪

রুষিল দুভাই তারা মার মার ব'লে।
শুনিয়া তাদের কথা বলে হরিদাস,
পলাও নিতাই ভাই এরা জগাই মাধাই,
অতি দুরাচার বলি জগতে প্রকাশ,
এদের উদ্ধার নাহি হবে কোন কালে॥

১৫

পলাইল হরিদাস সে নিতাই পাছে।
গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে আসে দুভাই তখন,
ফিরে হরি কথা কও এখন কেন পলাও,
রক্ষা নাই আজি দোঁহে মারিব এখন,
ক্রোধভরে লাঠি হাতে চলে পিছে পিছে॥

১৬

হরিদাস নিত্যানন্দ ছুটে উর্দ্ধশ্বাসে।
পলাইছে দ্রুতবেগে তবু পিছে চায়,
কি জানি ধরিবে পাছে সেই ভয়ে চাহে পিছে,
বলিছে নিতাই আজি প্রাণে বাঁচা দায়,
ছুটিতে ছুটিতে আসে শ্রীবাসের বাসে॥

১৭

প্রবেশিছে দ্রুতবেগে দেখিয়া নিমাই।
কি হ'লো কি হ'লো বলি জিজ্ঞাসে তখন,
আজি তব কৃপা বলে পূর্ব্ব-পিতৃ-পুণ্যফলে,
পলায়ে আসিনু তাই বাঁচিল জীবন,
এ পাগল সাথে নাহি যাব কোন ঠাঁই॥

১৮

কুপথে কুমতে রত তারা দুই ভাই।
নিতাই সেখানে গিয়ে বলে হরি হরি,
হরি নাম শুনে তারা ক্রোধে হোয়ে তারাকারা,
দানব দলনে মত্ত যথা সুরেশ্বরী,
তাদের উন্মত্ত দেখি আমি তো পলাই॥

১৯

নির্ভয়ে নিতাই তবু দাঁড়াইয়ে রয়।
বলিছে মার রে কিন্তু মুখে বল হরি,
পলায়ে এসেছি প্রভু আর নাহি যাব কভু,
হেন দুষ্ট পাপী কাছে বলিতে শ্রীহরি,
আর যথা আজ্ঞা দেহ যাইব নিশ্চয়॥

২০

শুনি দেব বিশ্বম্ভর গর্জ্জিতে লাগিল।
মারিব পামর দোঁহে না রাখিব আর,
নিত্যানন্দ করযোড়ে কহে শুনি নিমায়েরে,
দেহ ভিক্ষা সেই পাপী করিতে উদ্ধার,
জগতে থাকুক তব মহিমা প্রচার ॥

২১

তোমার প্রতিজ্ঞা তুমি নিজে মনে কর।
কলিতে মোহন ভাবে তুমি বিলাইবে,
হরি নাম এ সংসারে পাপী তাপী জীব-তরে,
কেমনে প্রতিজ্ঞা সেই ক্রোধ হোলে রবে,
দাও সেই পাপী ভিক্ষা করিব উদ্ধার ॥

২২

অদ্বৈত বলিছে আমি জানি সুনিশ্চয়।
নিতাই তাদের আজি হরি নাম দিবে,
কুপথ কুশিক্ষা ছাড়ি বলিবে তাহারা হরি,
হরি হরি বলি নাচি আপনি আসিবে,
নিতায়ের প্রেমে তারা মজিবে নিশ্চয় ॥

২৩

দেখনা নিতাই অই ভাবিছে কেমন।
কিসে তারা পরিণামে হরিপদ পায়,
ফিরাতে তাদের মন, করি নাম সংকীর্ত্তন,
নিশি আগমন দেখি পুনরায় যায়,
চলিছে নিতাই করি নিমাই স্মরণ ॥

২৪

আনন্দে নিতাই আসি উচ্চৈঃস্বরে বলে।
জগাই মাধাই মুখে বল হরি হরি,
আর কত দিন ওরে থাকিবে এমন কোরে,
কাল গত কালে কালে বল হে শ্রীহরি,
হরি নাম শুনি তারা অতি ক্রোধে জ্বলে॥

২৫

জগায়ে মাধাই বলে দেখ ওরে ভাই।
আবার দুরন্ত এলো বিরক্ত করিতে,
এবার মারিব প্রাণে দেখিব বাঁচে কেমনে,
হরি ব'লে করে গোল ভয় নাহি চিতে,
হরি নাম সাধ এর চল্ রে মিটাই॥

২৬

রুষিয়া দুভাই আসি দেখিল দুয়ারে।
হরি হরি ব'লে গায় একাকী নিতাই,
বলে তারা ক্রোধভরে আবার কেন এলি রে,
হরি বলা সাধ তোর আয় রে মিটাই,
মাধাই বলিছে ভাই মার রে ইহারে॥

২৭

দৈবযোগে বাঁচি মূর্খ পালালি সেবার।
আবার এখানে এলি কেন রে মরিতে,
ভয় নাই বুঝি প্রাণে তাই রেখে সঙ্গিগণে,
নির্ভয়ে একাকী এলি নাচিতে গাইতে,
মারিব রে আজি তোরে রক্ষা নাহি আর॥

২৮

বলিতে বলিতে তুলি অতি ক্রোধভরে।
ভগ্ন কুম্ভ কাণা মারে নিতাই কপালে,
নির্ঘাত বাজিল মাথে রুধির ছুটিল তাতে,
নিতাই কাতর নয় তবু হরি বলে,
ক্ষতি নাই মেরেছিস্ হরি বল ওরে॥

২৯

রুধির ছুটিল তবু নিতাই হাসিছে।
রুষ্ট নয় তায় তবু বলে হরি হরি,
নিতায়ের ভাব দেখি জগাই বলিছে একি,
করিলি কুকাজ তুই অবধূত মারি,
রক্তধারা গায়ে দেখি জগাই কাঁপিছে॥

৩০

সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ মারি হোলো কিবা ফল।
পাষণ্ড চণ্ডাল তুই কি কাজ করিলি,
ব্যথা পেয়ে রুষ্ট নয় তবু হরি নাম গায়,
দেখনা সন্ন্যাসী হাসে হরি হরি বলি,
নিতায়ের ভাব দেখি জগাই মোহিল॥

৩১

অজস্র শোণিত ধার বহিছে কপালে।
দেখিলেন অন্ধকার সব ত্রিভুবন,
হাত দিয়ে ললাটেতে শ্রীগৌরাঙ্গ অন্তরেতে,
ভাবিতে ভাবিতে আহা নিতাই তখন,
বসিলেন অবসন্ন ভাবে ধরাতলে॥

৩২

তবু ক্ষান্ত নয় পুন গভীর গর্জ্জনে।
মাধাই আবার দ্রুত মারিবার তরে,
কুম্ভ কাণা উঠাইল জগায়ের দয়া হ'ল,
নিবারিল সবিস্মিতে হাতে ধরি তারে,
অবধূতে কেন ভাই মার অকারণে॥

৩৩

হেথা শ্রীবাসের বাসে আসি এক জন।
বলিছে প্রভুরে হায় মাধাই মারিল,
নিত্যানন্দ অবধূতে, সংজ্ঞাহীন তিনি তাতে,
পড়িছে শোণিত ধার আহা অবিরল,
বুঝি বা নিকট তাঁর এখনি মরণ॥

৩৪

শুনি উৰ্দ্ধশ্বাসে দ্রুত নিমাই আসিল।
দেখি শোণিতের ধার নিতাই কপালে,
ক্রোধে বলে কে মারিল কে রে এ কাজ করিল,
পাঠাইব আমি তারে কৃতান্ত কবলে,
নিমায়ের রোষ দেখি দুভাই কাঁপিল॥

৩৫

বল রে নিতাই ভাই কে মেরেছে তোরে।
কেহ মারে নাই মোরে, পড়িয়া ভূতলে,
মাথা কাটি গেল তাই এ দুয়ের দোষ নাই,
শোণিতের ধার তাই দেখিছ কপালে,
শুনিয়া জগাই হোলো পুলক অন্তরে॥

৩৬

না না শুনিব না দিব সমুচিত ফল।
যে মেরেছে আজি মোর প্রাণ নিতায়েরে,
দুকূল ছিঁড়িয়া বাঁধে তাতে তাঁর রক্ত রোধে,
শ্রীহস্ত পরশে তাঁর ব্যথা গেল দূরে,
হোয়ে দৈববলে বলী নিতাই উঠিল॥

৩৭

ক্রোধ পরিহর ভাই, বলিছে নিতাই।
মাধাই মারিত প্রাণে জগাই বাঁচাল,
শুনিয়া নিমাই বলে আয় ওরে করি কোলে,
হ'লাম তোমার আমি নিতাই বাঁচিল,
কিনেছিস্ তুই মোরে আয় রে জগাই॥

৩৮

শ্রীপদ হৃদয়ে তার দিলেন যতনে।
পদস্পর্শে অচেতন জগাই হইল,
কাঁপিতে কাঁপিতে হায় কালান্তের কাল প্রায়,
রুদ্ররূপী শ্রীগৌরাঙ্গ মাধাই হেরিল,
দেখিয়া বিভোর সেও পড়িল চরণে॥

৩৯

দূর হও দুরাচার পাষণ্ড মাধাই।
নদীয়া ঠাকুর বলি বড় অভিমান,
ছিল ওরে তোর প্রাণে ধরাতলে আজি কেনে,
স্মরিয়া পূরব পাপ ব্যাকুল পরাণ,
তোমার কাণ্ডারী অই শ্রীপাদ নিতাই॥

৪০

যার কাছে অপরাধী ধর তার পায়।
সে যদি করুণা করে পাবে অব্যাহতি,
শ্রীগৌরাঙ্গ মুখে শুনি এমন করুণা বাণী,
নিত্যানন্দে করযোড়ে করিছে প্রণতি,
ক্ষমা করি দয়াময় বলহে উপায় ॥

৪১

করুণা আধার অই বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রাণ।
নিতায়ের করে ধরি বলেন তখন,
নিশ্চয় জানি হে আমি মাধায়ে ক্ষমিবে তুমি,
বাড়াইতে তব মান ধরাই চরণ,
ক্ষমারূপী তব কাছে সবাই সমান ॥

৪২

গদগদ কণ্ঠে কন অমনি নিতাই।
বাড়াইতে ভক্তমান আছে তব রীতি,
গৌরব করিয়া মোরে ক্ষমা কর তুমি এরে,
ক্ষমার আধার তুমি প্রেমের মুরতি,
আয় তোরে করি কোলে আয় রে মাধাই ॥

৪৩

হায় রে মাধাই তুমি জান না কারণ।
তুমি আমি হই যার কৃপার ভাজন,
উঠাইয়ে ধীরে ধীরে কোল দেন মাধায়েরে,
বলেন নিতাই ধর ও রাঙ্গা চরণ,
শ্রীঅঙ্গ পরশে পাশে হোলো অচেতন ॥

৪৪

অচেতন দেখি দোঁহে সব ভক্তগণ।
আনন্দ উল্লাসে সবে হরি হরি বলে,
নদীয়ার লোক শুনি এই অপূর্ব্ব কাহিনী,
সকলে পুলকে সেথা এলো দলে দলে,
দেখিয়া দুভাই ভাবে সবে মুগ্ধ মন॥

৪৫

জলদ গম্ভীর স্বরে নিমাই তখন।
বলিছেন নিত্যানন্দে সম্বোধন করি,
দিলাম তোমারে আমি হরি নাম দাও তুমি,
শুনিয়া প্রভুর বাণী সবে ত্বরা করি,
স্নান তরে চলে সবে জাহ্নবী-জীবন॥

৪৬

তখনো দুভাই তারা আছে অচেতন।
ভক্তগণ মহানন্দে কাঁধে তুলি লয়,
সুরধুনী কূলে এসে দূরে গেল মোহাবেশে,
দেখিল দুভাই তারা পূর্ণ প্রেমময়,
স্নান করাইছে দিয়ে জাহ্নবী-জীবন॥

৪৭

দেখিল এ দৃশ্য লোক কাতারে কাতারে।
দাঁড়াইয়ে গঙ্গাজলে ভক্তগণে লয়ে,
আবার গম্ভীর স্বরে প্রভু বলে দুভায়েরে,
পাপ রাশি দূরে গেল মোরে নিবেদিয়ে,
অঞ্জলি পাতিয়া প্রভু চাহে বার বার॥

৪৮

শুনিয়া করুণা বাণী পড়ে অশ্রুজল।
তুলসী তাম্রক করে বলিছে তখন,
নানা মত উপচারে ভক্তগণ প্রেমভরে,
চন্দন কুসুম দলে পূজে শ্রীচরণ,
অভাগা আমরা দিব কলুষ সকল॥

৪৯

আবার অঞ্জলি পাতি দয়াময় বিভু।
বলে দাও পাপ ভার কি ভাবিছ মনে,
মাধাই বলিছে শুনে বল মোরা কোন প্রাণে,
দিব হে এ পাপ ভার তোমারে কেমনে,
ভুগিব মোদের পাপ আমরাই প্রভু॥

৫০

সম্বোধি নিতাই দোঁহে মধুর বচনে।
শুন নাই কভু নাম পতিতপাবন,
করিতে প্রচার তাই সাক্ষী রবে দুই ভাই,
তোমাদের হ'তে হবে মহিমা ঘোষণ,
অর্পিয়া শরণ লও, ওই শ্রীচরণে॥

৫১

ঘোরনাদে পুনরায় বলিছে নিমাই।
দাও হে পাপের ভার কেন দেরি কর,
শ্রীগৌরায় নম বলি দিল সে পাপ সকলি,
নিলাম বলিয়া প্রভু অঙ্গীকার করি,
বলে, যাও ঘরে ওরে জগাই মাধাই॥

৫২

অন্তরঙ্গ দেখিলেন পূর্ণ প্রেমভরে।
কাঁপিল সে দৃশ্যে সবে অতি বিভীষণ,
সোণার বরণ গোরা পাপে হোল কালি পারা,
তুষিতে রাধারে যেন সে কালবরণ,
ধরিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ হায় রে আজি রে॥

৫৩

অমনি ছুভায়ে ভাবে গদ গদ হোয়ে।
ধরি সেই রাঙ্গা পায় বলিছে কাতরে,
নিজ গুণে ক্ষমা কর আমরা পাতকী বড়,
কর ত্রাণ বিশ্ব বিভু এ পাতকী নরে,
পড়ি পদতলে রহে মাটিতে লুটায়ে॥

৫৪

খোল করতাল আর মন্দিরা বাজিছে।
হরি হরি বলি সবে উচ্চৈঃস্বরে গায়,
দয়াল নিতাই চাঁদ পাতি হরিনাম ফাঁদ,
ধরিল এ ঘোর পাপী কে দেখিবি আয়,
জগাই মাধাই নিয়ে সঙ্কীর্ত্তনে নাচিছে॥

৫৫

আসিল নগরবাসী সবে চেয়ে দেখে।
জগাই মাধাই নাচে হরি হরি ব'লে,
বলিছে হরিষে সবে এরা যে এমন হবে,
স্বপনেও ভাবে নাই কেহ কোন কালে,
নিমাই নিতাই ধন্য হরি বল মুখে॥

ইতি শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় জগাই মাধাই উদ্ধার নাম নবম সর্গ।

দশম সর্গ।

নির্জ্জনে।

১

বসি সব সঙ্গী সনে   সুমধুর আলাপনে,
নিমাই বলিছে শুন এ সংসার ছাড়িব।
হরি হরি নাহি বলে   পাষণ্ড পামর দলে,
তবে বল কোন সুখে এ সংসারেতে রব॥

২

হরি নাম দিলে পরে   আসে অতি ক্রোধভরে,
মারিতে পরাণে পাপী হায় রে দুরাচার।
তাই সে পাপীর তরে   ছাড়ি আমি এ সংসারে,
সন্ন্যাসী হইয়ে সবে করিব হে উদ্ধার॥

৩

অরুণ বসন পরি   দণ্ড কমণ্ডলু ধরি,
শিখা সূত্র দূর করি ভ্রমিয়া বেড়াইব।
নগরে নগরে ভ্রমি   গ্রামে গ্রামে গিয়ে আমি,
দেখ' সবে প্রেম ভাবে সে নাম বিলাইব॥

৪

সন্ন্যাসী দেখিয়া মোরে   আসি পুলক অন্তরে,
পাষণ্ডীরা দলে দলে সে হরি নাম লবে।
সন্ন্যাসীর মুখে শুনি   সুমধুর হরিধ্বনি,
হরি নাম সঙ্কীর্ত্তন দেখ করিবে সবে॥

৫

তোমরাও সবে মিলি প্রাণ ভরি হরি বলি,
গাইবে নিয়ত সুখে সে হরি নাম সারি।
যেথানে সেথানে থাক হরি ব'লে সদা ডাক,
যারে দেখ তারে নাম বিলাও প্রাণ ভরি॥

৬

শুন সবে এক মনে আজি নিশি অবসানে,
ছাড়িব সংসার আমি সন্ন্যাসী হইবারে।
কাঞ্চন নগরে যাব ভারতীর শিষ্য হব,
অতি সংগোপন এই কহিলাম সবারে॥

৭

বিষণ্ণ শুনিয়া সবে নিমাই সন্ন্যাসী হবে,
অবাক হইল হায় মুখে না সরে বাণী।
এ চাহে উহার পানে সবে যেন শূন্য প্রাণে,
আঁধার চৌদিক দেখে শূন্যময় অবনী॥

৮

কহে সব ভক্তগণে আমরা মরিব প্রাণে,
তুমি যদি গৃহ ছাড়ি অন্য দেশে যাবে হে।
ভাল ছিল বজ্রাঘাত একি শুনি অকস্মাৎ,
সন্ন্যাসী হইবে তুমি এ সবারে তাজি হে॥

৯

আমরাও সঙ্গী হব চরণ সেবিব তব,
তোমা ছাড়া এ সংসারে কার কাছে রব হে।
স্নেহ ভাবে কেবা আর দিবে প্রীতি উপহার,
সুধামাখা হরিনাম কে আর শুনাবে হে॥

১০

অবিরল অশ্রুজল আঁখি হোলো ছল ছল,
নীরবে সবাই কাঁদে কেহ কিছু বলে না।
নিমায়ের মুখ পানে এক ধ্যানে এক প্রাণে,
চায় সবে আহা মরি অন্য দিকে চায় না॥

১১

নিমাই কহিছে শুন কেন ভাব অকারণ,
হরি নাম শিক্ষা দিতে দেশে দেশে যাব হে।
আবার মিলিব যবে নয়ন ভরিয়ে সবে,
আমারে দেখিবে পুন এবে যেতে দাও হে॥

১২

যেখানে সেখানে রই তোমাদের ছাড়া নই,
তোমাদের হৃদি মাঝে সর্ব্বদাই আছি হে।
এই মত প্রিয় ভাষে তুষি চলেন হরিষে,
নিমাই নিতাই সাথে হরি হরি করি হে॥

ইতি শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলায় নির্জ্জনে সন্ন্যাস-কল্পনা নাম দশম সর্গ।

একাদশ সর্গ।

শচী।

১

ক্রমশ নগরে হোলো কাণাকানি,
সন্ন্যাস করিবে গৌর গুণমণি—
শুনিয়া নগরবাসী করে হায় হায়।

২

আর কি পাইবে দেখিতে তাঁহারে,
আঁখি প্রাণ ভোরে সুমধুর স্বরে,
সুধামাখা হরি নাম গাইতে তথায়।

৩

ক্রমশ প্রকাশ না রহিবে ঘরে,
শচীপ্রাণধন যাবে দেশান্তরে,
অনাথ করিয়া এই নদীয়া নগরে।

৪

শুনিলেন শচী নিমাই তাঁহার,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি উন্মাদ আকার,
হইয়ে বলে গো সদা যাবে দেশান্তরে।

৫

শচী পাগলিনী ভাবে মনে মনে,
আজি এলে বাড়ী নিমাই রতনে,
কভু না যাইতে দিব নয়ন বাহিরে।

৬

সবাই মিলিয়ে আমার নিমায়ে,
হরি হরি ব'লে দিল রে ক্ষেপিয়ে,
অনাথিনী-হৃদিমণি প্রাণ বিশ্বম্ভরে।

৭

এ হেন ভাবনা ভাবি মনে মনে,
শচী পাগলিনী বাহির প্রাঙ্গণে,
দেন উঁকি অই বুঝি নিমাই আসিল।

৮

এ হেন সময়ে নিতাই নিমাই,
বিদায় লইয়ে হরি গুণ গাই,
শচীরে দুজনে আসি প্রণাম করিল।

৯

চিরজীবি হও আশীষ বচনে,
তুষিলেন শচী সেই দুই জনে,
বদন-চুম্বন করি লইলেন কোলে।

১০

আদরে চিবুক করিয়া ধারণ,
জিজ্ঞাসেন শচী নিমায়ে তখন,
কিন্তু কণ্ঠ অবরোধ ভাসে অশ্রুজলে।

১১

কতক্ষণ পরে কন ধীরে ধীরে,
কি শুনি রে আজি বল সত্য করে,
এ কথা কি সত্য তুমি সন্ন্যাসী হবে রে

১২

মিথ্যা যদি কও মার মাথা খাবে,
অভাগিনী কাছে সত্য কথা কবে,
তুমি না সন্ন্যাসী হবে ছাড়িয়ে আমারে!

১৩

বলিরে নিমাই পূর্ব্বের কাহিনী,
নাই বুঝি মনে ওরে যাদুমণি,
বলেছিলে কি কথা রে বিশ্বরূপ গেলে।

১৪

বিশ্বরূপ তরে শোকাকুল যবে,
বলেছিলা তুমি হায় সে শৈশবে,
কেঁদনাকো মা আমারে লও করি কোলে।

১৫

আমি দুজনারে করিব পালন,
তোমারি কথায় চিত্ত সংযমন—
করি, বিশ্বরূপ শোক তোমারে দেখিয়ে।

১৬

তাও যাক্ কালে অনাথা হইলে,
কি কথা বলেছ এখন ভাবিলে,
পারিবে বুঝিতে সব দেখোনা ভাবিয়ে।

১৭

সে সময় কত মধুর বচনে,
বলেছিলে তুমি প্রবোধ কারণে,
ভুলেছ সে সব কথা নাহি বুঝি মনে।

১৮

হায় রে অদৃষ্ট বিশ্বরূপ কোথা,
হায় রে অদৃষ্ট কোথা তব পিতা,
আসিয়া দেখুন তাঁরা এই আচরণে।

১৯

পতি পুত্র হীনা হইয়া তোমারে,
করেছি পালন হায় রে আমি রে,
তার পরিণামে তুমি এই ফল দিলে।

২০

এ পাপ অদৃষ্টে সন্ততির তরে,
নাহি সুখ ভোগ কি কব রে তোরে,
বিধাতার বিধি লিপি কে খণ্ডিতে পারে

২১

আমি অভাগিনী কত মনসাধে,
পাতিনু সংসার বিধি কোন বাদে,
করিল সুখের শেষ আমার হায় রে।

২২

দিয়েছিনু ব্যথা বুঝি কোন কালে,
কোন মার প্রাণে সেই শাপানলে,
হোলো এই ফল, হায় আমার আজি রে

২৩

নদীয়া নগরে প্রতি ঘরে ঘরে,
উপমার স্থলে বলে সবে তোরে,
সন্তান হইলে যেন এইমত হয়।

২৪

পণ্ডিত হোয়েছ সরল প্রকৃতি,
তবে রে কঠিন কেন মার প্রতি,
কোন দোষে দোষী আমি বল না আমায়।

২৫

কত ক্লেশ পেয়ে উদরে ধরেছি,
নাহি মনে তোর কেমনে পেলেছি,
পরিণামে পুরস্কার এই তার দিলে!

২৬

বিবাহ দিয়েছি গৃহী হোয়ে তুমি,
সুখে থাক বাছা তাই দেখি আমি,
ভুলিব সকল শোক হয়ে কুতূহলী।

২৭

কেমনে জানিবে তুমি রে আমার,
নিদারুণ ক্লেশে পূজি, দেবতার—
বরে, পেয়েছি নিমাই আমি রে তোমায়।

২৮

যদি রে নিমাই না হোতে তুমি রে,
কি বলিব আর আমার উদরে,
মানিতাম মনে আমি দিতাম প্রবোধ।

২৯

হয় নাই ছেলে তবে বৃথা কেন,
সন্ততির তরে করি রে রোদন,
ভাব দেখি মার ক্লেশ তুমি তো সুবোধ।

৩০

এখনো জীবিত হা ধিক আমারে,
যখন শুনেছি নিমাই যাবে রে,
গৃহ ছাড়ি দেশান্তরে সন্ন্যাস কারণ।

৩১

আহা কি কঠিন পরাণ আমার,
কেমনে সহিবে বিরহ তোমার,
উঃ কি বলিব তোরে রে বলিতে পারি না।

৩২

সন্তান কখন বুঝিতে পারে না,
কত যে সহে রে জননী যাতনা,
তুমিও তো সেই ছেলে কেমনে বুঝিবে।

৩৩

কি হোতেছে প্রাণে দেখাবার নয়,
তা হোলে দেখিতে দৃশ্য সমুদয়,
গ্রাসিছে জীয়ন্ত যাতনা আমারে ভবে।

৩৪

মায়ের বচন কর রে শ্রবণ,
সুকুমার কাল সন্ন্যাস কারণ,
বাছারে সকল শাস্ত্রে এ কথা বারণ।

৩৫

কত ক্লেশ পেয়ে পালেন জননী,
আপন সন্তানে ওরে যাদুমণি,
ভুলেছ সে সব কথা নাহি বুঝি মনে।

৩৬

বলিতে হৃদয় বিদরে আমার,
পারি না বলিতে কি বলিব আর,
বলিতে বলিতে শচী হোলো অচেতন।

৩৭

জননীর ভাবে কাতর নিমাই,
বলে সবিস্মিতে দেখ হে নিতাই,
স্নেহভরে শোকাবেগে মা যে অচেতন।

৩৮

কি হোলো কি হোলো বলিয়ে তখন,
মুখে জল দিয়ে করেন ব্যজন,
কিছুক্ষণ পরে মোহ হোলো নিবারণ।

৩৯

চেতন পাইয়া কহে পুনরায়,
কেন রে উঠালি নিমাই আমায়,
কপট মায়াতে কিবা ছিল প্রয়োজন।

৪০

সাধ পূর্ণ হতো আমার মরণে,
যেতে গৃহ ছাড়ি সন্ন্যাস কারণে,
ইচ্ছামত দেশে দেশে ওরে বাছাধন।

৪১

হা ধিক বিধাতা কেন রে আবার,
জিয়াইলে মোরে করুণা আধার,
নামেতে তুমি না খ্যাত বিশ্ব চরাচরে ?

৪২

অদিতি যেমন বামনে বিদায়,
দিল ঘরে নাহি এলো পুনরায়,
সেই শোকে অভাগিনী কাতর সদাই।

৪৩

অথবা যশোদা কংস নিমন্ত্রণে,
পাঠাইলা কৃষ্ণে সাজায়ে যতনে,
বলে কৃষ্ণ ভাবে যাবে আমার নিমাই।

৪৪

অদিতি যশোদা হবো বুঝি আমি,
নতুবা কেন রে ত্যজিবে রে তুমি,
ভাসাইয়ে অভাগীরে শোকসিন্ধু জলে।

৪৫

ত্যজিব পরাণ আমি বিষ পানে,
নিমাই বিরহ সহিব কেমনে,
অথবা যুড়াব জ্বালা পশিয়া অনলে।

৪৬

দেখরে নিমাই চেয়ে দেখ ওরে,
প্রাণভরা অই প্রেম পুতলীরে,
নীরবে গুমরে বধূ প্রাণের জ্বালায়।

৪৭

কোথায় যাবি রে ফেলিয়ে তাহারে,
নাহি দয়া লেশ তোমার অন্তরে,
ছিছি ধিক ধিক তোমার মায়ায়।

৪৮

নারী শিরোমণি কনক বরণী,
স্নেহের লতিকা নয়নের মণি,
শুনিয়া সন্ন্যাস কথা ভাসে আঁখি জলে।

৪৯

কাঁদে বিষ্ণুপ্রিয়া আহা সকরুণে,
দেখি তার মুখ বল না কেমনে,
থাকিব জীয়ন্ত আমি পাপ ধরাতলে।

৫০

আহা অভাগিনী ভেবেছিল কত,
প্রেমডোরে তোরে বাঁধিয়া নিয়ত,
রবে তরু গায়ে যথা মুকুলিতা লতা।

৫১

আজি রে মলিনা সে প্রফুল্ল লতা,
শুনিয়া তোমার সন্ন্যাস বারতা,
নলিনী মলিনী নিশি সমাগমে যথা।

৫২

তুমি না ধার্ম্মিক সুধীর সুজন,
বলিয়ে আছ রে জগতে ঘোষণ,
তবে কেন মার প্রাণে জ্বালালি অনল।

৫৩

মার কথা শুন করো না সন্ন্যাস,
গৃহী হোয়ে তুমি কর গৃহে বাস,
আমি মলে যেও বাছা ত্যজিয়া সকল।

৫৪

তোমার সন্ন্যাস শুনিব যখন,
এ পাপ পরাণ দিব বিসর্জ্জন,
মাতৃহত্যা মহাপাপ লাগিবে তোমার।

৫৫

জননীর প্রাণে দিও না সে ব্যথা,
তুমি সুপণ্ডিত শুন মার কথা,
ঊর্দ্ধদৃষ্টে নিরখিলা বহে অশ্রুধার।

নিমাই।

৫৬

শুন গো জননী কেঁদোনাকো আর,
বলি গো কারণ শুন সবিস্তার,
সন্ন্যাস গ্রহণে আমি করেছি মনন।

৫৭

অসার সংসারে শ্রীকৃষ্ণচরণ,
জেন গো জননী সেই সার ধন,
আশীর্ব্বাদ কর যেন পাই দরশন।

৫৮

কি ফল বিলাপে কি ফল রোদনে,
ভুলেছ সে সব নাহি বুঝি মনে,
নিরজনে বলি এস পূরব কাহিনী।

৫৯

স্থির কর মন হয়োনা চঞ্চল,
সাহসে সম্বর নিজ আঁখি জল,
তুমি তো নহ তো মাগো সামান্যা রমণী।

৬০

তুমি সেই পৃশ্নি তুমি দেবহুতি,
তুমি সে অদিতি সে কৌশল্যা সতী,
তুমিই ছিলে গো মা গো বসুর বনিতা।

৬১

আবার গো তুমি এই কলিকালে,
আমার জননী হোয়ে ধরাতলে,
শচী নামে খ্যাত আছ নীলাম্বরসুতা।

৬২

আমি পৃশ্নিগর্ভ কপিল বামন,
আমি রামচন্দ্র শ্রীনন্দনন্দন,
এবারে নিমাই আমি তোমার কুমার।

৬৩

পুন সংকীর্ত্তনে হোলে অবতার,
তুমিই জননী হবে গো আমার,
জনম রহস্য মাগো এই তো তোমার।

৬৪

তবে কেন কাঁদ তুমি অকারণ,
কেঁদোনাকো আর স্থির কর মন,
সুস্থির অন্তরে ভাব শ্রীকৃষ্ণ চরণ।

৬৫

ধন লাভে ধনী যায় দেশান্তরে,
আমিও তেমতি উপার্জ্জন তরে,
যাব গো জননী মোরে করো না বারণ।

৬৬

অসার সংসারে অক্ষয় সে ধন,
যাহার সঞ্চয়ে সকল সাধন,
হয় গো জননী, বিফল সে অন্য ধন।

৬৭

আহা এ দুর্লভ মানব জীবনে,
মজিয়া সকলে সংসার বন্ধনে,
অহংজ্ঞানে মত্ত হোয়ে হারায় সকল।

৬৮

আমার আমার বলিয়া সকলে,
হাতে পেয়ে সবে দেয় পায়ে ঠেলে,
অসার সংসার সার কৈবল্য-কমল।

৬৯

ভাবে নাকো কেহ নয়ন মুদিবে,
যবে, কেহ নাহি তার সঙ্গে যাবে,
প্রিয় পরিজন অই সোদর নন্দন।

৭০

যাদের কারণে ব্যাকুল এমন,
হইয়া ভ্রমিছে সে গিরি কানন,
শ্রীহরি-চরণ চিন্তা দিয়ে বিসর্জ্জন।

৭১

কেহ কার নয় জেন এ সংসারে,
মায়াময় এই কুহক আকারে,
রচিত এ বিশ্ব হায় ভোজবাজী প্রায়।

৭২

ক্ষমা দয়া শ্রেয় করিয়া আশ্রয়,
প্রাণে রে কর গো শান্তির আলয়,
ভাব পূর্ণ সনাতন হরি প্রেমময়।

৭৩

তুমিও জননী নহ তো আমার,
আমিও কুমার নহি তো তোমার,
সংসার বন্ধনে মিছা এ আখ্যা সবার।

৭৪

পতি পিতা আদি জলবিম্ব প্রায়,
নিশ্চয় জানিবে কেহ কার নয়,
তাই ভেবে স্থির হও জননী আমার।

৭৫

বিষ্ণুপ্রিয়া কথা কি কব এখানে,
তিনিও আমার সংসার বন্ধনে,
মায়াময়ী নারী শুধু দুদিনের তরে।

৭৬

সামান্য সে কথা নাহি প্রয়োজন,
শুন গো জননী আমার বচন,
নাহিক শকতি তব ঋণ সুধিবারে।

৭৭

যেতে দাও মা গো অনিত্য জীবন,
থাকে কি বা যায় করিব সাধন,
শ্রীহরি চরণ আমি সন্ন্যাসীর বেশে।

৭৮

এ হেন প্রবোধে শচী ব্রহ্মজ্ঞানে,
পারিল বুঝিতে নিমাই রতনে,
গৃহে রাখা ভার আর বৃথা উপদেশে।

৭৯

আবারো নিমাই বলিছে তখন,
কর আশীর্ব্বাদ জননী এখন,
যেন মা গো অন্তে পাই কৃষ্ণ দরশন।

৮০

কণ্ঠ অবরোধ না সরে বচন,
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে কহিছে তখন,
শচী ভাগ্যবতী শুন ওরে বাছাধন।

৮১

হইবে কামনা সফল তোমার,
তোরে না দেখে কি হবে আমার,
সেই কথা কিছু বাছা বল রে এখন।

৮২

অমনি নিমাই কাঁদ কাঁদ স্বরে,
নিকটেই রব ডাকিলে আমারে,
জননী অমনি আমি আসিব তখন।

৮৩

আবার বলিছে নিমাই শচীরে,
ক্ষুধিত দুজনে দাও খেতে মা রে,
অমনি শচী যা ছিল দুজনারে দিল।

৮৪

জানেন অন্তরে প্রকট বিহারে,
আর না খাবেন শচীর এ ঘরে,
তাই সযতনে মার সাধ মিটাইল।

৮৫

ভোজনের কালে মিষ্ট আলাপনে,
তোষেন মায়েরে নিমাই যতনে,
মধুমাখা কত কথা বলিতে বলিতে।

৮৬

ভোজন হইলে প্রণমি মায়েরে,
চলেন নিমাই বিষ্ণুপ্রিয়া ঘরে,
ধীরে পদক্ষেপে যেন অপরাধী চিতে।

ইতি শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলায় শচী-বিলাপে নিমাই-প্রবোধ নাম
একাদশ সর্গ।

দ্বাদশ সর্গ।

বিষ্ণুপ্রিয়া।

১

নিঃশব্দ বিক্ষেপ পদে প্রবেশিয়া ঘরে,
    দেখেন নিমাই তাঁর প্রাণের প্রতিমা।
সন্ন্যাস সম্বাদে বালা ভাসে আঁখি নীরে,
    করেতে কপোল রাখি বিগত সুষমা॥

২

আলু থালু কেশ নাহি কবরী বন্ধন,
    পালঙ্ক উপরে বসি ফেলিছে সঘনে।
অদৃষ্টেরে দোষি ধনী নিশ্বাস পবন,
    তিতিছে দুকূল আঁখি বারি বরিষণে॥

৩

ধীরে ধীরে বসি পাশে জিজ্ঞাসে নিমাই,
    কাঁদ কেন আদরিণী নয়নের মণি।
বকেছেন মা তোমারে কাঁদিতেছ তাই,
    অথবা কি আছে হেতু বল প্রিয়ে শুনি॥

৪

মরমে মরমে ধনী আবার কাঁদিল,
    বাড়িল দ্বিগুণ জ্বালা প্রিয় সম্ভাষণে।
জ্বালার উপরে যেন লবণ পড়িল,
    বাজিল নির্ঘাত আহা সুকোমল প্রাণে॥

৫

অবরোধ কণ্ঠে কাঁদে না সরে বচন,
করুণ কটাক্ষে সতী স্বামী পানে চান।
ঘন ঘন পড়ে আহা নিশ্বাস পবন,
রাহুগ্রস্ত যেন তাঁর সে চাঁদ বয়ান॥

৬

কথা নাই মুখে আহা কাঁদিছে কেবল,
স্মরিয়া বিগত সব প্রেমের কাহিনী।
ছল ছল আঁখি হলো পড়ে অশ্রুজল,
আহা বিষ্ণুপ্রিয়া আজি যেন উন্মাদিনী॥

৭

কেমনে থাকিবে আর নিমাই তখন,
প্রাণাধিকা বিষ্ণুপ্রিয়া অঙ্কে বসাইয়া।
ধীরে ধীরে সম্ভাষেণ করিয়া চুম্বন,
ফাটিছে হৃদয়, তব, এ ভাব দেখিয়া॥

৮

বল লো ললনে কেন বিরস বদন,
হাসি নাই মুখে প্রিয়ে কি কারণে বল।
কেন প্রিয়ে কর নাই কবরী বন্ধন,
এ হেন বিকার প্রিয়ে কেন মনে হলো॥

৯

মধুকালে পিক যথা সুমধুর স্বরে,
মৌনব্রত ছাড়ি তোষে প্রিয় ঋতুরাজে।
প্রিয়ংবদা বিষ্ণুপ্রিয়া কন ধীরে ধীরে,
শোভিত, নাথেরে পূজি হৃদয় সরোজে॥

১০

কি বলিবে অভাগিনী পারে না বলিতে,
বিধাতা বিমুখ তারে হায় ভাগ্য দোষে।
কে দিবে গঞ্জনা নাথ কে আছে গৃহেতে,
যার কাছে থাকি আমি সদা স্নেহরসে ॥

১১

শুনিলাম অকস্মাৎ আজি হে শ্রবণে,
গৃহ ছাড়ি যাবে চলি সন্ন্যাস কারণ।
তাই শুনি জ্বলিতেছি আমি মনাগুণে,
কোন্ দোষে দাসী দোষী বল প্রাণধন ॥

১২

মম শিরে দিয়ে হাত কও সত্য কথা,
সত্য কি সন্ন্যাসী হবে ত্যজিয়া আমারে।
মিথ্যা যদি কও তবে খাও মোর মাথা,
মিনতি করিছে দাসী বল সত্য করে ॥

১৩

শুনেছি শ্রবণে আজি নিশি অবসানে,
যাবে ওহে প্রিয়তম সন্ন্যাস করিতে।
বল না তা হোলে হায় বাঁচিবে কেমনে,
এই অনুগতা দাসী, ভাব দেখি চিতে ॥

১৪

তুমি যদি যাও নাথ সন্ন্যাস কারণ,
সঙ্গে যাবে দাসী এই, চরণ সেবিতে।
যখন হইবে ক্লেশ করি পর্য্যটন,
সেবিব চরণ আমি থাকি তব সাথে ॥

১৫

যুবতী-জীবন পতি যথা যাবে তুমি,
অরণ্য বিজনে কিবা ভূধর কন্দর।
ছায়ারূপী হোয়ে তব সঙ্গে যাব আমি,
শ্রীচরণ করি সেবা যুড়াব অন্তর॥

১৬

হে দেব তোমার অই যুগল চরণে,
এ নবযৌবন মম দিয়ে উপহার!
আছি নিগড়িতা দাসী ত্যজিবে কেমনে,
হবে না ত্যজিতে মনে করুণা সঞ্চার!

১৭

মনে ক'রে দেখ নাথ বিবাহ বাসরে,
কত মন্ত্র পড়েছিলে আমার কারণে।
তুষিবে পোষিবে সদা রাখিবে আদরে,
সে ভাব অন্তর বুঝি আজি তব মনে

১৮

সরলা অবলা গতি পতিই জগতে,
জীবন বিফল তার সে পতি ত্যজিলে।
বৃথা এ সংসারে হায় কিবা সুখ তাতে,
ভেদাভেদ নাহি কিছু সংসার জঙ্গলে॥

১৯

মনসিজ জিনি তব মূরতি মোহন,
কেমনে ভুলিবে দাসী বল প্রাণধন।
কি দিয়ে ভুলাবে নাথ অভাগিনী মন,
কি আছে সংসারে আর তুষিতে জীবন॥

২০

বলিতে বিদরে হৃদি পারি না বলিতে,
যাঁর অদর্শনে হোয়ে মণিহারা ফণী—
মত চঞ্চল সদাই থাকিতাম চিতে,
পুন গৃহে এলে শান্ত হোতো অভাগিনী॥

২১

তব অদর্শনে দাসী তিলেকে গণিত,
মনে যেন যুগান্তর অথবা প্রলয়—
বুঝি বা বিশ্বের হোলো, নিয়ত ভাবিত,
সে আমি কেমনে রব হারায়ে তোমায়॥

২২

কেমনে ভুলিব তব রূপ মনোহর,
সে ভ্রূভঙ্গ সহ সেই মধুর হাসনি।
যা দেখে সতত প্রেমে হোতো থর থর,
অন্তর পুলকে, আহা! দাসী অভাগিনী॥

২৩

সম্ভাষিবে কেবা নাথ প্রিয় সম্ভাষণে,
কে ডাকিবে বিষ্ণুপ্রিয়া মধুর বচনে।
কে জুড়াবে বল নাথ এ তাপিত প্রাণে,
কার কাছে রবে দাসী তব অদর্শনে॥

২৪

পড়িয়াছ সব শাস্ত্র কিবা অগোচর,
অর্দ্ধাঙ্গী সহিত ধর্ম্ম করিতে অর্জ্জন।
তুমিই বলেছ নাথ মোরে বার বার,
তবে কেন ছাড় দাসী বল প্রাণধন॥

২৫

নদীয়া নগরে সবে বলে একতানে,
অনাথ শরণ তুমি সরল-প্রকৃতি।
শরণাগতেরে সদা রাখ হে চরণে,
নাহি সে শরণ বুঝি বিষ্ণুপ্রিয়া প্রতি॥

২৬

কোমল কমল হ'তে কোমল প্রকৃতি,
অনুগত জনে শুনি এই তব রীতি।
কেবল কঠিন বুঝি বিষ্ণুপ্রিয়া প্রতি,
সবাই বলে হে তুমি সুকোমল অতি॥

২৭

করুণা বিগ্রহ বলি জগতে প্রচার,
সদাই করুণ তুমি করুণ প্রকৃতি।
কোথা গেল বল আজি করুণা তোমার,
কেবল নিদয় বুঝি বিষ্ণুপ্রিয়া প্রতি॥

২৮

তব মুখে শুনিয়াছি তিন ঋণ কথা,
দেব-ঋণ ঋষি-ঋণ পিতৃ-ঋণ আর।
সে ঋণ না শুধি নাথ বল যাবে কোথা,
পিতৃ-ঋণে বাঁধা তুমি নাহিক কুমার॥

২৯

নবীন বয়স নহে সন্ন্যাসে যুকতি,
এ ঋণে থাকিয়া ঋণী সন্ন্যাস করিলে;
সকল বিফল তার, হয় অধোগতি,
বেদ স্মৃতি ভাগবতে এই কথা বলে॥

৩০

সন্ন্যাসীর যোগ্য নহে এ নব যৌবন,
ক্ষমা কর প্রিয়তম করো না সন্ন্যাস।
ক্ষান্ত হও যেও নাকো শুন প্রাণধন,
পূরাও দাসীর এই মন অভিলাষ॥

৩১

যুবকের যোগ ধর্ম্ম মিথ্যা সমুদয়,
তাতেই নিষেধি নাথ করিতে সন্ন্যাস।
কর আশা জয় আর বাসনা বিলয়,
তার পরে ক'রো প্রভু এই অভিলাষ॥

৩২

নিতান্তই যাবে যদি না শুন বারণ,
সঙ্গে যাব আমি ওহে অবলা-জীবন।
সেবিব সেখানে আমি ও রাঙ্গা চরণ,
শ্রীরাম সহিত বনে জানকী যেমন॥

৩৩

কি কব তোমারে আর বিধাতা বিমুখ,
মম ভাগ্য দোষে হায়! তাই কর্ম্মফলে।
নাহিক লিখন পাপ অদৃষ্টেতে সুখ,
তাই আজি প্রাণনাথ চরণে ঠেলিলে॥

৩৪

পতি বিনা গতি নাহি হায়! অবলার,
এই তো ললাট, লিপি লেখা বিধাতার।
সে পতি বিমুখ আজি হায় রে আমার,
মরণ মঙ্গল মম জীবনে ধিক্কার॥

৩৫

হায় রে নিষ্ঠুর বিধি কেন লিখেছিলে,
রমণী অদৃষ্টে অই কঠিন লিখন।
স্বামী সুখে সুখী হবে এই ধরাতলে,
সে স্বামী বিমুখ মোরে হায় কি বেদন॥

৩৬

ছিল না কি স্থান আর বিধি রে তোমার,
মনসাধে তাই তুমি জলন্ত অক্ষরে।
লিখিয়া রেখেছ অই ললাটে আমার,
বিয়োগ-বিধুরা হ'য়ে রব এ সংসারে॥

৩৭

হায় রে বিধাতা জগত-জনক হোয়ে,
স্নেহময়ী কন্যা ভালে লিখিলে কেমনে—
এ কঠিন বিধি! মনোমত পতি পেয়ে,
হব আমি কাঙ্গালিনী সংসার কাননে॥

৩৮

বলিতে পারি না উঃ হুঃ হৃদয় বিদরে,
যাও ওহে প্রাণেশ্বর যথা ইচ্ছা হয়।
চরমে চরণ তলে রেখ হে দাসীরে,
আর কি চাহিব হায়! আমি এ সময়॥

৩৯

পরুষ পুরুষ হিয়া নাহিক মমতা,
কেমনে বুঝিবে তুমি দারুণ বেদনা।
হোতেছে যা এ পরাণে কি কব সে কথা',
ভাব দেখি প্রিয়তম আমার যাতনা॥

৪০

না না দিব না যাইতে আমি হে তোমারে,
বেঁধেছি যতনে কত সুদৃঢ় বন্ধনে।
মনে নাই বুঝি সেই বিবাহ বাসরে,
ভুলে গেছ তাও সব মম ভাগ্যগুণে॥

৪১

সুখের স্বপন নাথ আজি হে ফুরাবে,
এই নিশি অবসানে শুনেছি শ্রবণে।
দেখ না বিষ্ণুপ্রিয়া এ পরাণ ত্যজিবে,
তোমার সম্মুখে নাথ হলাহল পানে॥

৪২

পতি যারে পায়ে ঠেলে কি কাজ জীবনে,
তার কাছে তুচ্ছ অই নন্দনকানন।
কভু কি কাতরা সে হে আপন মরণে,
ক্ষণেক থাকহ নাথ ত্যজিব জীবন॥

৪৩

অশ্রুজল অবিরল না সরে বচন,
পতি পানে চান তবু বিষ্ণুপ্রিয়া সতী।
নয়নের নীরে আহা তিতিল বসন,
তাঁর ভাবে হ'ল যেন মলিনা প্রকৃতি॥

৪৪

নিরবিলা বিষ্ণুপ্রিয়া পতি অঙ্কে বসি,
মাঝে মাঝে হা হুতাশে নিশ্বাস ফেলিছে।
নিমায়ের কোলে তাঁর প্রাণের প্রেয়সী,
এ দৃশ্যের সাক্ষী মাত্র শ্রীনিমাই আছে॥

নিমাই।

৪৫

কাঁদ কেন আদরিণী নয়নের মণি,
এই যে নিকটে আছি আমি তো তোমার।
কোথা যাব ফেলে তোরে বল না লো শুনি,
কে আছে তুষিতে আর জগতে আমার॥

৪৬

সম্বর নয়ন নীর অকারণে কেন,
কাঁদিতেছ প্রিয়তমে বল না আমায়।
পারি না সহিতে আর দেখিতে এমন,
তোমার রোদনে মম বিদরে হৃদয়॥

৪৭

ফেল নাকো আঁখি নীর স্থির কর মন,
শান্ত হও সুপবিত্রে প্রিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া।
কার মুখে শুনিয়াছ সন্ন্যাস গমন,
কে তোমারে কাঁদাইল এ সংবাদ দিয়া॥

৪৮

ধীরতা-আধার গোরা প্রেম নিকেতন,
বসনে মুছায়ে দিয়ে নয়নের জল।
প্রিয়ভাষে তুষি প্রিয়ে বলেন তখন,
সামান্য কথায় কেন এমন চঞ্চল॥

৪৯

সামান্যা রমণী মত কেন প্রিয়ংবদে,
হোয়েছ কাতরা তুমি এই কথা শুনি।
ভুলে গেছ বুঝি প্রিয়ে গোলোক সম্পদে,
ভজিবারে কৃষ্ণপ্রেম এসেছি অবনী॥

৫০

বিলাইব কৃষ্ণপ্রেম পাপী কলি জীবে,
অসার সংসারে এই মজিয়া সকলে।
ভুলেও ভাবে না কেহ সেই ধনে ভবে,
সংসারের সার কৃষ্ণ এ বিশ্বমণ্ডলে॥

৫১

নিশার স্বপন যথা জাগ্রতে ফুরায়,
তেমতি জানিবে প্রিয়ে মানব জীবন।
নয়ন মুদিলে সব রহিবে কোথায়,
তার তরে কেন বল এত আকিঞ্চন॥

৫২

মনে ভেবে দেখ প্রিয়ে আহা এ জগতে,
সংযোগ বিয়োগ যত বিধির নিয়ম।
তুমি আমি জীব সব বদ্ধ আছি তাতে,
কালের সংযত সেই শাসন বিষম॥

৫৩

কালপূর্ণ জনে বল কে পারে রাখিতে,
প্রিয় পরিজন তার যে থাকে জগতে।
যাদের কারণে ফিরে ব্যাকুলিত চিতে,
বারেক ভাবে না ভ্রমে হইবে মরিতে॥

৫৪

পতি পিতা ভ্রাতা আদি সব মিথ্যা জান,
সুবিশাল কাল রাজ্যে নাহিক আপন-
পর, ভাবি তাই, হৃদে সে বৈরাগ্য আন,
সাধন সমাধি-ক্ষেত্রে হও অকিঞ্চন ॥

৫৫

অন্তর সংযত হোয়ে নিরমল ভাবে,
ভাব হৃদে সদা তুমি কৃষ্ণ সনাতন।
সে বিকার অহঙ্কার সব নাশ হবে,
সম্মুখে সে ব্রহ্মজ্যোতি পাবে দরশন ॥

৫৬

মিছা কাজে থাকি প্রিয়ে আহা এ সংসারে,
জগতের পতি কৃষ্ণে ভাবে না যে জন।
কখন ভ্রমেতে ধ্যান করে না তাঁহারে,
বিফল জীবন তার বিফল সাধন ॥

৫৭

কৃষ্ণ তীর্থ দরশন সে নাম কীর্ত্তন,
করিব সতত প্রিয়ে এই সে মনন।
সন্ন্যাসী হইয়া আমি করি পর্য্যটন,
বিলাইব সবে সেই কৃষ্ণপ্রেম ধন ॥

৫৮

যা বলিলে প্রিয়তম বুঝিনু সকল,
কিন্তু হে অবলা আমি পারি না বুঝিতে।
বুঝিয়া বা কি করিব হৃদয় বিকল,
জ্বলিছে হৃদয়ে মম দারুণ অনল ॥

৫৯

অমনি সে বিষ্ণুমায়া অন্তরে বিকাশ,
ধীরে ধীরে ব্রহ্মজ্ঞানে দেখিলেন তিনি।
পতি তাঁর চতুর্ভুজ জগত-প্রকাশ,
সত্ত্বগুণ-ধারী সেই মূরতি মোহিনী ॥

৬০

তবু পতি বোধে সতী নমিলেন পদে,
দূরে গেল সে অদ্ভুত মায়ার বিকার।
কাতরা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া, গোলোক সম্পদে,
করেন প্রণতি, মনে মনে বার বার ॥

৬১

বিষ্ণুপ্রিয়া কন ধীরে শুন প্রাণেশ্বর,
কি সাধ্য তোমারে আমি রাখিব গৃহেতে।
স্বতন্ত্র পুরুষ তুমি বিশ্বের ঈশ্বর,
নিজ মনে কর কাজ যাহা হয় চিতে ॥

৬২

শুন বলি বিষ্ণুপ্রিয়া প্রেয়সী আমার,
হ'য়ো না কাতরা তুমি আমার বিহনে।
যখন যে অভিলাষ পূরিবে তোমার,
শান্ত হ'য়ে ভাব হরি শুন লো ললনে ॥

৬৩

আর বলি শুন ওহে জীবন-সুহৃদে,
যেখানে সেখানে থাকি আছি তব কাছে।
ডাকিলে আসিব আমি সম্পদে বিপদে,
হাসি হাসি মুখে, এই নিমাই বলিছে ॥

৬৪

এত বলি শ্রীগৌরাঙ্গ সে রূপ সম্বরি,
আপন সহজ রূপে, লইলেন তুলি।
প্রিয়তমা প্রাণাধিকা পুন অঙ্কোপরি,
হিরণ্ময় মেঘে যেন সোণার বিজলী॥

৬৫

বিনোদ বিলাসে আর প্রেম আলাপনে,
তুষিলেন বিষ্ণুপ্রিয়া মুহু বিলোকনে।
দূরে গেল অভিমান নাহি কিছু মনে,
কেবল কটাক্ষে চান প্রাণপতি পানে॥

৬৬

ক্রমশ রজনী অই গভীরা হইল,
নিস্তব্ধ ধরণীতল সুপ্ত জীবগণ।
লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ, ভুলেছে সকল,
কারও প্রতি দ্বেষ, হিংসা, নাহিক এখন॥

৬৭

তৃপ্ত গাঢ় আলিঙ্গনে প্রিয় সম্ভাষণে,
সতী বিষ্ণুপ্রিয়া আহা ভুলিল সকল।
পতি পাশে সুনিদ্রিতা সে কাল শয়নে,
ভুলেছে সকল শোক নাহি অশ্রুজল॥

৬৮

জগত সুষুপ্ত সুধু নিমাই জাগিয়া,
দেখিছেন অনিমিষে প্রেয়সী-বদন।
এই বুঝি শেষ দেখা মনে বিচারিয়া,
নিমায়ের আঁখি জল হইল পতন॥

৬৯

নিশি অবসান প্রায় দেখিয়া তখন,
উঠিলেন দীনবন্ধু সন্ন্যাসের তরে।
শচী বিষ্ণুপ্রিয়া করি কৃষ্ণেরে অর্পণ,
চলিলেন শ্রীনিমাই গৃহের বাহিরে॥

ইতি শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় বিষ্ণুপ্রিয়া বিলাপে নিমাই-প্রবোধ নাম
দ্বাদশ সর্গ।

ত্রয়োদশ সর্গ।

সন্ন্যাস।

১

চলিল নিমাই,
হরিগুণ গাই,
প্রিয়তমা বিষ্ণুপ্রিয়া ভাসায়ে পাথারে।

২

বাহিরে আসিয়া,
কি ভাব ভাবিয়া,
আবার আসিল ঘরে দেখিতে প্রিয়ারে।

৩

ক্ষীণ দীপালোকে,
দেখে তাঁরে চোকে,
শূন্য প্রাণে প্রিয়া পানে চাহে বারে বারে।

৪

আঁখি ছল ছল,
হৃদয় বিকল,
ষোড়শী রূপসী ত্যজি গৃহ ছাড়িবারে।

৫

জনমের তরে,
দেখি প্রাণ ভোরে,
পড়িল নয়ন নীর অমনি আহা রে।

৬

ভাবে মনে মনে,
দাঁড়ায়ে সেখানে,
যাবেন কেমনে আহা ত্যজিয়া কান্তারে।

৭

আছেন ঘুমায়ে,
অচেতন হোয়ে,
জানে না সে ধনী কেন ত্যজিছে তাহারে।

৮

জাগিল আবার,
হৃদয়ে তাঁহার,
বিলাইতে হরি নাম এ পাপ সংসারে।

৯

প্রফুল্ল অন্তরে,
ছাড়িয়া প্রিয়াকে,
গৃহের বাহির হ'লো নিমাই এবারে।

১০

দেখেন জননী,
যেন পাগলিনী,
আছেন কাতরা অই বাহির দুয়ারে।

১১

প্রণমি চরণে,
নিমাই যতনে,
বলিছে বিদায় দাও জননী আমারে।

১২

মুখে কথা নাই,
চলিল নিমাই,
সুধুই দাঁড়ায়ে শচী দেখিছে তাঁহারে।

১৩

দ্রুতক্ষেপ পদে,
ছাড়ি জনপদে,
আসি উপনীত হ'লো গঙ্গা পর পারে।

১৪

ক্রমশ রজনী,
পোহাল অমনি,
দেখাতে নিমায়ে পথ নাশিয়া আঁধারে।

১৫

শিশিরের ছলে,
ভাসে অশ্রুজলে,
তরুলতা সমুদয় দাঁড়ায়ে ছুধারে।

১৬

মনসুখে যায়,
পাছে নাহি চায়,
ভাসিতে ভাসিতে আহা প্রেমের পাথারে।

১৭

হাসিতে হাসিতে,
পুলকিত চিতে,
কাঞ্চন নগরে এলো ত্যজিয়া সবারে।

১৮

নগর ভিতরে,
প্রবেশিয়া ধীরে,
ভারতী আশ্রম কোথা পুছে যারে তারে।

১৯

আসিল নিমাই,
ভারতীর ঠাঁই,
হরষিত হ'য়ে করে প্রণাম তাঁহারে।

২০

নিমায়ে দেখিয়া,
ভারতী উঠিয়া,
সুন্দর আসন আনি দিল বসিবারে।

২১

নিমাই বসিল,
আশ্রম উজিল,
তাই দেখে চেয়ে লোক কাতারে কাতারে।

২২

শুনিল সবাই,
এসেছে নিমাই,
করিতে সন্ন্যাস শুনি ভাসে আঁখি ধারে।

২৩

বলিছে নিমাই,
শুন হে গোঁসাই,
দিয়ে জ্ঞানযোগ শিষ্য কর হে আমারে।

২৪

প্রিয় আলাপন,
করিছে দুজন,
সন্ন্যাস প্রসঙ্গ কথা মধুর বিচারে।

২৫

এলো হেন কালে,
হরি হরি ব'লে,
নিত্যানন্দ আদি সব ভারতীর দ্বারে।

২৬

প্রেমের পুলকে,
সুধায় সবাকে,
আবার কেন হে এলে দেখিতে আমারে।

২৭

নিশি আগমনে,
হরি সঙ্কীর্ত্তনে,
তুষিল সকলে মাতি অমৃতের ধারে।

২৮

নাহি ক্লেশ মনে,
নিশি জাগরণে,
দেখিলেন পুলকিত ভারতী সবারে।

২৯

অরুণ গগনে,
লোহিত বরণে,
উঠিল যেন সে ভারতীরে শাসিবারে।

৩০

ভারতী ডাকিয়ে,
বলিছে নিমায়ে,
এসেছে নাপিত ক্ষৌর কার্য্য সাধিবারে।

৩১

ক্ষৌরকার এসে,
মুড়াইল কেশে,
বলিছে ভারতী যাও স্নান করিবারে।

৩২

শুনিয়া অমনি,
গৌর গুণমণি,
পুলকে করিল স্নান আজ্ঞা পালিবারে।

৩৩

এসে স্নান শেষে,
নিমাই হরিষে,
অরুণ বসন প'রি কাঁদাল সবারে।

৩৪

লইলেন হাতে,
সুপ্রসন্ন চিতে,
দণ্ড কমণ্ডলু মরি কিবা সে শোভা রে।

৩৫

বসিল নিমাই,
সম্মুখে নিতাই,
নরহরি গদাধর দুজন দুধারে।

৩৬

আহা হেন কালে,
দিল কর্ণমূলে,
রাধাকৃষ্ণ মহামন্ত্র ভারতী তাঁহারে।

৩৭

মন্ত্র লাভ করি,
নাচে গৌরহরি,
মোহবশে মূর্চ্ছাগত দেখিল রাধারে।

৩৮

সে ভারতী ভাবে,
কি নাম রাখিবে,
হইল সে দৈববাণী গগন মাঝারে।

৩৯

ত্রিজগত ধন্য,
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য,
বলিয়া সকলে প্রেমে ডাকিবে ইহাঁরে।

৪০

নাচে বাহু তুলে,
রাধা রাধা ব'লে,
কত দিন পরে আজি পেলাম রাধারে।

৪১

জাগিয়া [illegible],
সেই নিশি শেষে,
চলে বৃন্দাবন ভাসি [illegible]র পাথারে।

৪২

দেশে দেশে ফিরে,
রাধা রাধা ক'রে,
আনন্দে বিহ্বল আপনা পাসরিয়া রে।

৪৩

কত দিন পরে,
হইল অন্তরে,
দেখিতে জননী আর সে বিষ্ণুপ্রিয়ারে।

৪৪

আনন্দে নিমাই,
হরিগুণ গাই,
এলো শুক্লাম্বর গৃহে দেখিতে সবারে।

৪৫

সবাই শুনিল,
নিমাই আসিল,
ধায় পাগলিনী শচী দেখিতে কুমারে।

৪৬

দেখিল তাঁহার,
প্রাণের কুমার,
কিবা প্রাণপোড়া সাজে সেজেছে আহা রে।

৪৭

দেখিয়া জননী,
প্রণমে অমনি,
সুধায় কুশল কথা নিমাই তাঁহারে।

৪৮

শচী কোলে করি,
দেখে প্রাণভরি,
অই প্রাণভরা তাঁর প্রাণের বাছারে।

৪৯

আসে দ্রুতবেগে,
কিবা অনুরাগে,
প্রেমের পুতলী তাঁর ঐ বিষ্ণুপ্রিয়া সে।

৫০

নয়নে নয়নে,
মিলিল দুজনে,
কথা নাই মুখে দোঁহে দেখিছে দোঁহারে।

ইতি শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলায় সন্ন্যাসে মিলন নাম ত্রয়োদশ সর্গ।

প্রথমভাগ সম্পূর্ণ।

কলিকাতা—নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত।—সন ১২৯৭।